IFE OF
AJAH RAM MOHUN

BY

EB CHUNDER CHUCKERBUTTY

A STUDENT OF THE
DACCA COLLEGE

রাজা রামমোহন রায়ের
জীবন চরিত।

ঢাকা কালেজের ছাত্র

শ্রীদেবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

[illegible] বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত,

শকাব্দ ১৭৮২। বঙ্গাব্দ ১২৬৭।
ইংরেজী ১৮৬০।

মুখবন্ধ।

এই পুস্তক প্রকাশকালে [illegible] অন্ধকারমধ্যে পরিগণিত হইতে ইচ্ছুক [illegible]। কিন্তু এইক্ষণে প্রায় সকল প্রদেশেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তৎপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রাম-মোহন রায়ের নামও এদেশের সকল স্থানে বিদিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইতে অনেকেই অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই অভিলাষের পরিতৃপ্তিজনক বাঙ্গালাতে কোন পুস্তক না থাকায়, এবং সত্যধর্ম্মপ্রচারক ও দেশহিতৈ-ষী অগ্রগণ্য মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায়, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সঙ্কলন করিলাম। ইহার দ্বারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু [illegible]জনগণের সেই তৃষ্ণা যথাকথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইলেই সকল পরিশ্রম সফল এবং আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।

এই পুস্তকের অধিকাংশই কলিকাতা রিভিউ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে সংগৃহীত হই-

য়াছে। আমি ইহার অসম্পূর্ণতা বিষয়ে সম্যক্ পরিজ্ঞাত আছি; কিন্তু এতদূর পর্য্যন্ত এ বিষয় সংগ্রহ করা আমার ক্ষমতাধীন তাহাতে ত্রুটি করি নাই। ভবিষ্যতে সময়ান্তরে যত অধিক জানিতে পারিব তাহা সংগ্রহ করিয়া ক্রমশ: পুস্তকাকারে প্রতিবেশিত করিতে বাসনা রহিল। এইক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ ইহার দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণ গ্রহণ করিলেই বাধিত হই।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ঢাকা, কালেজ,

১৭ শ্রাবণ ১২৬৬

ওঁ তৎসৎ।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।

[illegible] এই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, ১৭৭৪ অব্দে, [illegible] (খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণবংশ হইতে উদ্ভূত হন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন; ধর্ম্মই তাঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন ছিল, এবং ধর্ম্মযাজক-তা তাঁহাদের ব্যবসায় ছিল। প্রায় ১৫০ বৎসর হইল [illegible] তাঁহার অতি বৃদ্ধ-প্রপিতামহ [illegible] অনুরক্ত হওয়া, [illegible] পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য সুখভোগে অভিলাষী হইলেন। [illegible] মহাবল পরাক্রান্ত প্রতাপান্বিত দলপতি ঔরঙ্গজীব বাদশাহের রাজ্য-সময়ে, উক্ত ধর্ম্মপরায়ণ পরিবারমধ্যে এই আশ্চর্য্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সমগ্র ভূপাল হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রকেই বিষদ [illegible] দর্শন করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করিতেন [illegible] সুতরাং কথিত পরিবর্তনটী, ভূপালদিগের হিন্দু-পীড়ক স্বভাব জন্যই সংঘটিত হয়, কি তাঁহাদিগের ক্রমেই হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

যাহা হউক, রামমোহন রায়ের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ প্রথমে মগধাধিপতির অধীনে এক বিশিষ্ট রাজকর্ম্মে নিবিষ্ট ছিলেন। রামমোহন রায় স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা কখন বা ধনী, কখন বা দরিদ্র, কখন বা মনোভিলাষ পূর্ণ হইবায় প্রফুল্ল, কখন বা নৈরাশ্যজনিত মনোদুঃখে দুঃখিত থাকিতেন। অনন্তর, তাঁহার পিতামহ মুরশিদাবাদের রাজধানীতে কোন এক সম্ভ্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। মুরশিদাবাদ ঐ সময়ে সুবা-বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। তত্রস্থ নবাবের একাধিপত্যের পরিসীমা ছিল না। নবাব সাহেব দিল্লীর বাদসাহের অধীন ছিলেন বটে, কিন্তু সে অধীনতা কেবল নামমাত্র, প্রকৃতার্থে তাঁহাকে স্বাধীন বলিলেই বলা যাইত।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মুরশিদাবাদের নবাবী পদে তৎকালে নির্দ্দয়প্রকৃতি সেরাজুদ্দৌলা সংস্থাপিত ছিলেন। তাঁহার পশুবৎ নির্দ্দয়তার বিষয় আলোচনা করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হয়। হিন্দুদিগের প্রতিই তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, তাহাদিগকে সতত প্রপীড়িত রাখিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। এমত কথিত আছে যে তিনি হিন্দুগণের বাসগৃহাদি অগ্নিসংযোগে ভস্মাবশেষ করিতেন, এবং বহুসংখ্যক মনুষ্য এক তরণীমধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভাগীরথীর ভয়াবহ প্রবাহমধ্যে মগ্ন করাইয়া তাঁহার পশুবৎ আমোদতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতেন। এতদ্ব্যতীত জরায়ু-শয্যায় শিশু সন্তান কি অবস্থায় অবস্থিতি করে, তদ্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গর্ভবতী-কুলকামিনীদিগের পূর্ণগর্ভ বিদারণ করিতেন।

যাহা হউক, সেরাজুদ্দোলার এ সকল দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায়ের পিতামহ মহাশয়ের বিষয়-কর্ম্ম সম্পর্কে কোন হানি হয় নাই। পরন্তু তিনি উত্তরোত্তর নিজ যশোবিস্তারে এবং বহুল বিত্তোপার্জ্জনে কৃতকার্য্যই হইয়াছিলেন। তাঁহার মুরশিদাবাদে অবস্থিতি সময়ে ইংরাজ-ভূপতিরা এক দলবদ্ধ বাণিজ্য-ব্যবসায়ীমাত্র ছিলেন। তাঁহারা সেই সময়ে সেরাজুদ্দোলার অত্যাচারের লক্ষ্য হইলেন। আহা! জগদীশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! গরলহইতে যদ্রূপ অমৃত উদ্ভূত হয়, গোময়পুঞ্জে যদ্রূপ কমল-কলিকা প্রস্ফুটিত হয়, এবং ঘোর-ঘনঘটা-বিশিষ্ট নীরদহইতে যদ্রূপ স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল জল বর্ষিত হয়, তদ্রূপ, নবাবের অত্যাচার হইতে "বঙ্গদেশে ইংরাজভূপতির আধিপত্য" উৎপন্ন হইল।

রামমোহন রায়ের পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি নবাবের রাজধানীতে নিতান্ত হতমান হইয়াছিলেন। মহদ্বংশোদ্ভব জন্য, তিনি অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের ন্যায় অপমান সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতি রাধানগর গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। এই জিলার অধীনেই তাঁহার পৈত্রিক ভূম্যাদি ছিল, এবং তদুপস্বত্বদ্বারা তৎকালে তাঁহার পরিবারের ভরণ পোষণ হইতে লাগিল। ঐ রাধানগর নামক গ্রামে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন।

রামমোহন রায়ের মাতা অতি সচ্চরিত্রা এবং নম্রপ্রকৃতি ছিলেন। পূর্ব্বাপর প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার

প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু অবশেষে তাঁহার পুত্রের উপদেশে পৌত্তলিক-ধর্ম্মের অযথার্থতা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনের এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি পুত্রসম্মুখে স্বমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি যে ধর্ম্মে প্রীতিস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সুধীগণেরই আদরণীয় ও সেবনীয়; কিন্তু তিনি অধিককাল উক্ত ভ্রমপূর্ণ ধর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া, সে সকল এককালেই পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। আর তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমার প্রচারিত ধর্ম্ম যথার্থ এবং উত্তম বটে, কিন্তু আমি একে অল্পবুদ্ধি স্ত্রীজাতি, তাহাতে আবার এই সকল আলোচনাতে বৃদ্ধা হইয়াছি, সুতরাং আমি এইক্ষণে উহা পরিত্যাগ করিতে কোন ক্রমেই সক্ষম হইতেছি না।"

এই রত্নগর্ভা স্ত্রী, যিনি রামমোহনস্বরূপ পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া ভূমণ্ডলে খ্যাত্যাপন্না হইয়াছেন, ইনি অতি সদাচার-বিশিষ্ট ও লোকমান্য ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতৃকুল এতাদৃশ হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ, যে অদ্যাপিও তদ্বংশীয়েরা আহ্নিকতত্ত্বের সমস্ত নিয়মানুসারে যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে ব্যক্তিমাত্রেই যদ্রূপ স্বীয় তনয়দিগকে শুভঙ্করপ্রণীত শিশুবোধ প্রভৃতি সামান্য পুস্তকদ্বারা যথাকথঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদান করিতেন, সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন রায়ও শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে শিক্ষা-কার্য্য নিরবচ্ছিন্ন গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইত। তাঁহারা সুকুমারমতি বালক-

দের বুদ্ধিশক্তি ক্রমে উন্নত করার পরিবর্ত্তে, তাহাদিগকে এককালীন জড়বৎ অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদিগের অধীনে বালকেরা যে, বাঙ্গালা ভাষায় সুচারুরূপে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইত এ অনুমান বৃথা। তাহারা কেবল গণিতশাস্ত্রের কতকগুলিন সামান্য নিয়ম কণ্ঠস্থ করিত, এবং সেরেস্তাদারী ও পেস্কারী কর্ম্ম করিতে যেমত বাঙ্গালা জানিতে হয়, তাহাই শিক্ষা করিত। কিন্তু পরিশুদ্ধরূপে উত্তমভাষায় মনের ভাব সমূহ প্রকাশ করিতে কোন ক্রমেই পারগ হইত না। তাহারা সহজেই একখানা রোবকারি প্রস্তুত করিতে পারিত, কিন্তু উত্তম ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র লিপি রচনা করিতে হইলেই চতুর্দ্দিক শূন্য দর্শন করিত।)

যাহা হউক রাজা রামমোহন রায়ের এরূপ শিক্ষা হয় নাই। তিনি গুরুমহাশয়ের সমীপে যদিও উল্লিখিত-মত বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্বীয় যত্নদ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় যথোপযুক্ত পারদর্শী হইয়াছিলেন। এমন কি, এ প্রকার বলিলেও বলা যাইতে পারে, যে তাঁহাকর্ত্তৃকই বাঙ্গালা ভাষার ভাবি উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল। একণেও ইহা নিঃসংশয় স্বীকার্য্য বটে, যে বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম সাহিত্যাদি শাস্ত্র কিছুই হয় নাই, এবং উহা সংস্কৃত শাস্ত্র সদৃশ উত্তমতা প্রাপ্ত হইতে আরো শত শত বৎসরের প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষা ব্যাস, মনু এবং বাল্মীকি প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রযত্নে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া ভূমণ্ডলে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা কখনই হিন্দুগণের সচরাচর লিখন ও কথনের ভাষা হইতে

পারে না। কারণ, পাণিনি এবং বোপদেব প্রভৃতি ব্যাকরণ-প্রণেতারা এই ভাষাকে এপ্রকার কঠিন ও এপ্রকার প্রয়াসসাধ্য করিয়া গিয়াছেন যে তাহাতে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হওয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুসাধ্য ব্যাপার নহে।

রামমোহন রায় সংস্কৃত ভাষায় সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন। এবং তজ্জন্যই তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা উন্নত ও পরিণত করিবার যত্ন সফল হইয়াছিল। তিনি এই বঙ্গভাষাদ্বারা লোকগুলীকে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতি শিক্ষা বিতরণ করিয়া, ইহাকে একরূপ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে এই ভাষা চর্চ্চার অল্পতা প্রযুক্ত, পরমেশ্বরের প্রকৃতি এবং গুণ-নিচয়ের বর্ণনায় তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সংস্কৃত শব্দসমূহ বাঙ্গালা ভাষায় সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কষ্ট অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য, সেই মহাত্মার নিকটে যে আমরা অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বদ্ধ রহিয়াছি তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যদিও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা লেখক না ছিলেন, তথাপি ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে তিনি এক জন উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা-লেখক ছিলেন। তিনি অনেক বিষয়েই কোন ব্যক্তি হইতে ন্যূন ছিলেন না। ভারতচন্দ্র রায় তদপেক্ষায় উত্তম লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অশ্লীল এবং কদর্য্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া নিজ রচনার অধিকাংশই অধন্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-ভূষণ ছিলেন।

এই সময়ে বঙ্গদেশ মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন, এবং বিদ্বানের মান, সম্ভ্রম ও উৎসাহ প্রদানে অতীব আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেন। গোপাল ভাঁড়ের চিত্ত-বিনোদ-কারিণী চাতুরী-শক্তি, রঘুরাম শিরোমণির অশ্রুতপূর্ব্ব জ্ঞানাধিকার, এবং ভারতচন্দ্র রায়ের অভূতপূর্ব্ব কবিতা-শক্তি, এ তিনই তাঁহার নিকট সমান আদরণীয় ছিল। ভারতচন্দ্র রায়ের কৃত "বিদ্যাসুন্দর" নামক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনার আদর্শ স্বরূপ। সুরসিক কবিতাবোদ্ধা ব্যক্তিমাত্রেই ইহার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। ইহা অতীব সুললিত ছন্দে ও সরল ভাষায় রচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকর্ত্তা কতকগুলি সামান্য অশ্লীল শব্দ তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া, যেমন দুগ্ধপূর্ণ কুম্ভমধ্যে গোমূত্র ক্ষেপণ করিলে সকল নষ্ট হয়, তদ্রূপ করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের কৃত গ্রন্থনিচয় এমত নহে, তাঁহার রচিত যত বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে, সে সকলই অতি উৎকৃষ্ট ও সুযুক্তিতে পরিপূর্ণ। পুরাতন সম্প্রদায়ের লোকেরা যেরূপ লিখিয়া থাকেন তদপেক্ষা তাঁহার রচনা অসংখ্যগুণে উত্তম।

তিনি যদিচ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য অত্যন্ত যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি ইহা অদ্যাপি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করা যায়, যে বাঙ্গালা ভাষা এক্ষণেও এমত সম্পূর্ণ হয় নাই, যে ইহাতে বিজ্ঞান-শাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির সমুদায় ভাব অনায়াসে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। অদ্যাপিও ইউরোপীয়াদি গ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইলে,

সংস্কৃতভাষা হইতে বিস্তর শব্দ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, এবং অনেক কথা সৃজনও করিতে হয়।

যাহা হউক অধুনাতন দয়াশীল রাজপুরুষেরা বঙ্গ-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া যেমত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন, এবং তাঁহাদিগের যত্ন যে পরিমাণে সফল হইতেছে, তাহাতে নিতান্ত ভরসা হয় যে, অচিরেই বঙ্গভাষারূপ কল্পবৃক্ষ সুদৃশ্য শাখা প্রশাখায় এবং মনোহর মুকুলরাশিতে পরিপূর্ণ হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ শিক্ষিত হইলে, রামমোহন রায় পারস্য এবং আরব্য ভাষা অধ্যয়ন জন্য পাটনা নগরীতে তজ্জনককর্ত্তৃক প্রেরিত হন। এইক্ষণে লোকসমাজে ইংরাজী ভাষানুশীলন যদ্রূপ অর্থকর এবং যশস্কর রূপে পরিগণিত হইতেছে, সে সময়ে পারসী এবং আরবী ভাষার অধ্যয়নও তদ্রূপ ছিল। এই ভিন্নদেশীয় ভাষানুশীলন কালেই হিন্দুধর্ম্মের কল্পনা সমূহ তাঁহার দূরদর্শী নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিল। মহম্মদীয়-ধর্ম্মে ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করে, এই বিষয়টী তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্রই, হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ আরম্ভ হইল। তিনি যে সকল মৌলবিগণের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে আরব্য-ভাষায় অনুবাদিত ইউক্লিড এবং আরিস্ততলের গ্রন্থনিচয় পাঠ করাইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়নে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অতি সূক্ষ্ম এবং মার্জ্জিত হইল। এতদ্ভিন্ন কোরাণেও তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিবাতে, তিনি ব্রহ্মধর্ম্মের সারমর্ম্ম এককালীন হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এবং স্বজাতীয় পৌত্তলিক

ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য সুদৃঢ় শৃঙ্খল একক্ালেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এই প্রকারে আরবী এবং পারস্য পাঠ সমাধা করিয়া, সংস্কৃত পাঠাভিলাষে তিনি বারাণসীধামে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বারাণসী সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা-বিষয়ে ভারতবর্ষ-মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান। যদ্রূপ ইংলণ্ডসম্পর্কে অক্স্ফোর্ড নগর, তদ্রূপ হিন্দুস্থানের পক্ষে বারাণসী। এই নগরীতে রাম-মোহন রায় সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন। স্বরূপতঃ বিবেচনা করিতে হইলে বারাণসী ধামেই তাঁহার ভাবি মহত্ত্বের সূত্রপাত হই-য়াছিল। কারণ সংস্কৃত ভাষা তিনি যতই প্রগাঢ় যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ততই তাহার গুপ্ত সুধার ভাণ্ডার তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং অবশেষে প্রধানং যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন বশতঃ ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার আন্তরিক মত একক্ালীন সুদৃঢ় হইয়া উঠিল।

এ পর্য্যন্ত কেবল আপনার অন্তঃকরণ ভ্রমপূর্ণ পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইতে মুক্ত করিতেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এইক্ষণে এদেশীয় সকল লোকেই এই মিথ্যাপাশে বদ্ধ রহিয়াছে, দেখিয়া তিনি নিতান্ত বিকল হইতে লাগিলেন। আরিস্তত্ল এবং ইউক্লিড প্রণীত তর্কশাস্ত্র এবং রেখাগণিতাদি পাঠে, ও সংস্কৃত, আরবী এবং পারস্য ভাষা সমূহের প্রধানং গ্রন্থের আলোচনায়, তাঁহার জ্ঞান একক্ালে মার্জ্জিত হইয়া-ছিল, সুতরাং পুরাণাদি প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম তিনি সম্বন্ধে

উৎপাটন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার যোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম সময়েই তিনি "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কি আশ্চর্য্য! বাল্যের শেষ এবং নবযৌবনের প্রারম্ভে, যে সময়ে এতদ্দেশস্থ সর্ব্বসাধারণেই প্রায় বিদ্যাগারে পাঠাবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন, এবং এমন কি, নিরন্তর কপটিখেলায় রত থাকেন, সেই সময়ে তিনি অতীব উচ্চ ধর্ম্ম-বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী হইয়া তাঁহার সামাজিক অসুখ ঘটিবার কতই সম্ভাবনা ছিল! কিন্তু তিনি শান্ত-প্রকৃতিতে তাহা তৃণজ্ঞানও করেন নাই। তিনি জাতিবহিস্কৃত হইবার আশঙ্কাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, এবং অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের বিদ্বেষ, তাড়না ও কটুকাটব্য সহ্য করিতেও যথোচিত কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা নিতান্ত হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ দৃষ্টে এককালীন তাঁহাকে পরিবার-বহিস্কৃত করিয়া দূর করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

আহা! রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্রের এই অংশ আলোচনা করিতেহ, মনে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়! তাঁহাকে তৎকালে বালক বলিলেও বলা যাইত; তিনি আপন ভরণপোষণ জন্য এক্ষণে সম্যক্ রূপে তাঁহার পিতার অধীনে থাকিয়াও, আপনার হৃদয়স্থিত মত কখনও পরিবর্ত্তিত করেন নাই,

বরং তাঁহার পোষকতা জন্য অসহ্য কষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় যে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকগণ এই মহাত্মার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হন, নচেৎ কেবল মুখব্যাদান করিয়া "এটী অসঙ্গত ওটী উচিত নয়" ইহা বলিলে কখনই কিছু হইতে পারিবে না।

পিতা ঘৃণা করিতে লাগিলেন, ইহাতে র
রায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং এককালে সং
বিরক্ত হইয়া দেশপর্য্যটন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম সময়েই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রথমে স্বদেশে কি কি প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে এবং তদবলম্বিদিগের স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহারাদিই বা কি প্রকার, তাহাই কেবল দর্শন ও বিচার করিয়া, পর্য্যটনের সার্থকতা সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সমুদায় মহৎ কল্পনার বিষয় আলোচনা করিলে এককালে বিস্ময়সলিলে নিমগ্ন হইতে হয়। হিন্দুরা স্বভাবতই ভবনপ্রিয়, এবং নিরুদ্বেগে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এপ্রকার ছিল না, ধর্ম্মসংশোধক হইতে হইলে যত্ন, সরল স্বভাব ও বিশুদ্ধ মনের আবশ্যক, তাহা তাঁহার সকলই ছিল। তিনি স্বদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ উত্তমরূপে দর্শন করিয়া এবং তত্রস্থ ভিন্ন২ সম্প্রদায়ী জনগণের বিষয় ভালরূপে আলোচনা করিয়া, তিব্বতদেশাভিমুখে গমন করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তমরূপে শিক্ষা করাই তাঁহার তিব্বতে গমনের প্রধান তাৎপর্য্য

ছিল। তথায় তিনি একাদিক্রমে তিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিরা "লামা" উপাধি-বিশিষ্ট মনুষ্য-বিশেষকে দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করিয়াথাকে। তাহাদিগের এই প্রকার আচরণ দৃষ্টে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, তাহাদিগকে নানা প্রকারে প্রবোধ লওয়াইবার মানসে, অনেক উপহাস করিয়াছেন। তাঁহার এবম্ভূত সাহস দর্শনে তাহারা এককালে চিত্রিতের ন্যায় হইয়া থাকিত, এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিত। তন্মধ্যে কেহ কেহ এমত রাগান্ধ হইত যে, সুযোগ পাইলে তাঁহার শারীরিক দণ্ডবিধানেও অনিচ্ছুক হইত না। কিন্তু হইলে কি হয় "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ নবিভেতি কদাচন্" যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জানেন তিনি আর কাহা হইতেই ভয় প্রাপ্ত হয়েন না। জগদীশ্বরের প্রতি তিনি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিব্বদেশীয়দিগের কটু-কাটব্যে যে তিনি ভয় প্রাপ্ত হইবেন তাহার সম্ভাবনা কি ?।

এদিকে বাটীতে অনেক দিবস অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার সন্তানবৎসলা জননী তাঁহার জন্য এককালীন পাগলিনীপ্রায় হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই পুরুষাপেক্ষা সন্তানবৎসলা হইয়াথাকে। সন্তান যেরূপই হউক না কেন, মাতা কখনই তাহাকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং রামমোহন রায়ের পিতা যদিও তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতি তাঁহার মাতার স্নেহ কোন ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। তিনি এপর্য্যন্ত ৪ বৎসর

ক্রমে অনুদ্দেশ ভাবে ছিলেন। তাঁহার মাতা দিন দিনই উৎকণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে এমত হইলেন যে তাঁহাকে বিনা রামমোহন কিছুতেই সন্তুষ্ট করিবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং রামমোহন রায়ের পিতা তাঁহার অন্বেষণার্থে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যে সময়ে প্রেরিত হয় তখন তিনি তিব্বদ্দেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে পথিমধ্যে তাঁহার সহিত তদন্বেষণকারীর চাক্ষুষ হইবাতে তাঁহাকে বাটী আগমন করিতে হইল।

দেশ পর্য্যটন হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাটী অবস্থিতি সময়ে তিনি কেবল বেদ এবং পুরাণাদি পাঠ করিতেই অনুক্ষণ রত থাকিতেন। এই সকল অধ্যয়নে তিনি কীদৃশ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। অত্যন্ত নিপুণতা এবং অধ্যবসায়ের সহিত ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য এবং মন্বাদি প্রণীত গ্রন্থনিচয় পাঠ করিতে করিতে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার মনে এককালীন সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল। এবং উক্ত ধর্ম্ম একমাত্র মুক্তির কারণ জানিয়া তাহা লোকমণ্ডলীতে প্রচার করণার্থে কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তিনি ইংরেজি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমাগত ৫ বৎসর অধ্যয়ন করাতেও এ ভাষায় তাঁহার উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মিল না। যে ব্যক্তি প্রধান ভাষা সমূহ অতি অল্পকাল মধ্যে উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি যে ইংরেজি ভাষায় এরূপ অনুন্নতির নিদর্শন প্রদর্শন করি-

বেন ইহা মনে করিলে আপাততঃ আশ্চর্য্যই বোধ হয়। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে অন্যান্য ভাষা শিক্ষা সময়ে তিনি কেবল তদুপার্জ্জনেই রত থাকিতেন, অন্য কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইতেন না, ইংরেজি শিক্ষা সময়ে তাঁহার তদ্রূপ অবস্থা ছিল না। এইক্ষণে তিনি প্রধান ২।৩।৪ ভাষায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, বেদ পুরাণাদিতেও বিলক্ষণ সুপটু হইয়াছিলেন এবং দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ নিবন্ধন বহুবিধ শুভদ নব্য ভাবের আধার হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম লোক-মণ্ডলীতে প্রচার করাও তাঁহার একটী অতি প্রিয়কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজি অধ্যয়নে তাঁহার মনোযোগের বিলক্ষণ ত্রুটি হইত। যাহা-হউক পরে তাঁহার স্বাভাবিক অধ্যবসায় এবং যত্নের সাহায্যে, তিনি এ ভাষাও উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া-ছিলেন।

তৎপ্রণীত ইংরেজি গ্রন্থ সমুদায় দৃষ্টে ইংরেজী ভাষায় তাঁহার কীদৃশ অধিকার ছিল তাহা নির্ণয় করা অতি সুকঠিন। ঐ সকল গ্রন্থের অনেকাংশ তাঁহার কতিপয় ইংরেজ বন্ধু দ্বারা লিখিত হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে তাহা সমুদায় তাঁহারই মানসোদিত তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

তিনি সচরাচর যাহাদিগের সঙ্গ করিতেন তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তিনি যদ্রূপ ইংরেজি বলিতে পারিতেন তদপেক্ষা অসম্ভাবরূপে উত্তম লিখি-তেন। ইহার কারণ অতি সহজেই নিরূপণ করা যাই-তে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাঁহাকর্ত্তৃক যে

সমস্ত ইংরেজি গ্রন্থ রচিত হয় সে সকলই তাঁহার কতি-পয় ইংরেজ বন্ধুর রচনা। তিনি যে স্বীয় যশোবিস্তার বাসনায় অহঙ্কারপরবশ হইয়া অন্যের দ্বারা নিজ-রচিত পুস্তকাদি ইংরেজি ভাষায় পরিণত করাইতেন এমত বিবেচনা করা কোন ক্রমেই যুক্তি যুক্ত নহে; কেননা স্বভাবতই তাঁহার পরোপকার-গুণের আতি-শয্য নিবন্ধন তিনি অতীব প্রীতমনে বাসনা করিতেন যে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার যেমত অভিপ্রায় তাহা ইংরাজ কি বাঙ্গালি সর্ব্ব সমীপেই প্রচারিত হয়। কিন্তু কি করেন শেষে ঐ সকল বিষয় তিনি স্বয়ং ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রচার করিলে রচনার তাদৃক্ মাধুর্য্য বিরহে সুবিদ্বান্ ইংরেজ-মণ্ডলীতে পরিগৃহীত না হয় এই আশঙ্কায় তিনি অন্যের দ্বারা সে সমুদায় লিখিত করিয়াছিলেন। স্বরূপতঃ বিবেচনা করিলে এজন্য তাঁ-হার অপবাদ না করিয়া বরং তাঁহাকে সহস্র সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়, যেহেতু এ উপায় অবল-ম্বন না করিলে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা ইংরেজদিগের কোন উপকার হওয়া সম্ভাবিত হইত না।

রামমোহন রায় প্রায় সকল প্রধান২ ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং প্রথম উদ্যমে যে ইং-রেজী ভাষাতে তাঁহার সমধিক ব্যুৎপত্তি ছিল না সেটি কোনক্রমেই ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বঙ্গভাষায় সংপত্রোনাস্তি সুনিপুণ এবং সর্ব্বসাধারণ সমীপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার প্রবল জ্যোতির্ম্ময় রত্নানিকরে যাঁহার হৃদয়-ভাণ্ডার পরিপূরিত ছিল; আরবী, পারস্য উর্দ্দু

এবং হিন্দুস্থানি যাবতীয় ভাষায় যিনি তৎসময়ে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; হিব্রু, লাটিন, এবং গ্রিকভাষা সমূহের দুষ্প্রবেশ্য দ্বার-নিচয় যাঁহার নিকট অবরুদ্ধ ছিল না; এমত ব্যক্তি প্রথম বয়সে ইংরেজিভাষায় অতি সুবিজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া কি সেটী কোনক্রমে অবমাননার বিষয় বলা যাইতে পারে?

বাঙ্গলা ১২১০ এবং ইংরেজী ১৮০৩ সালে রাম-মোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় তনয়-যুগল বর্ত্ত-মানে পরলোক গমন করেন। তন্মধ্যে প্রথম রাম-মোহন রায় এবং দ্বিতীয় জগন্মোহন রায়। রামমো-হন রায়ের জীবন-চরিত লেখকেরা অনেকেই স্থির করিয়াছেন যে তিনি পিতার পরলোকান্তে তাঁহার পৈতৃক ভূম্যাদি স্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন না। ফলতঃ তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁহার যে স্বত্ব ছিল না এমত নহে, কিন্তু কোন গুপ্ত কারণ বশতঃ তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই তত্তাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পিতার অভাবহেতু পরিবারের ভরণপোষণাদির ভার তাঁহার উপরিই সম্যকরূপে পতিত হইল। তৎ-সময়ে তিনি রাজসেবা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। এমত অবস্থা-তেও তিনি এমত কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহা-তে তাঁহার সাহিত্য-শাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নের কোন হানি না হইতে পারে। অনেক উচ্চপদাভি-ষিক্ত ইংরেজ তাঁহাকে সুপাত্র জানে স্নেহ ও মর্য্যাদা

করিতেন। কিন্তু করিলে কি হইবে, তৎকালে বাঙ্গালি-দিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার নিয়ম ছিল না। মুসলমানদিগের রাজ্য সময়ে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মনিচয়ে, অর্থাৎ উজিরি এবং প্রধান সেনাধ্যক্ষতাদি কার্য্যে, নিযুক্ত হইতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহাদিগের রাজ্য-পতনে সে প্রথা-টীরও পতন হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাম-মোহন রায়ের জীবন সময়ে, দেশীয়েরা বিচারপতিত্ব-পদে অধিরূঢ় হইতে পারিতেন না। লার্ড কর্ণওয়া-লিশ্ তাঁহার শাসন সময়ে দেশীয়দিগের সম্বন্ধে সকল প্রধান পদের দ্বারই অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এবং কেবল নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজদিগের দ্বারাই শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তৎকালে দেওয়ানি অর্থাৎ সেরেস্তাদারি পদই দেশীয় লোকদিগের নিকট যারপর নাই উচ্চ পদ বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং সেরেস্তাদারি কর্ম্মের প্রত্যাশাই রামমোহন রায়ের মনে বলবতী হইল।

এই মানস সুসিদ্ধ করণাভিপ্রায়ে রামমোহন রায় রঙ্গপুরের কালেক্টর ডিগবি সাহেবের অধীনে এক কেরাণিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ডিগবি সাহেব তৎসম্বন্ধে প্রতিশ্রুত হইয়া যে প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ পর্য্যন্ত করিলেন। সে প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে রামমোহন রায় স্বৎসুমুখে অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া বসিবার আসন প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার অধীনের অন্যান্য আমলাগণকে

যে অবজ্ঞাসূচক হীনপাঠ লেখা যায় তাঁহাকে তাহা না লিখিয়া স্বতন্ত্র সম্মানসূচক পাঠ লেখা যাইবে। সিবিলিয়ান সাহেবদিগের যে এবম্প্রকার সংস্কার হইতে ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কারণ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে সিবিলিয়ান হইবামাত্রেই সাহেবগণ আমলাবর্গের উপর যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইংরেজদিগের প্রতি দেশীয় লোকদিগের যে এত অস্নেহ ও হতাদর, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এবং একমাত্র এই কারণেই সুসভ্য ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ আমলা হইবার আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পার্থপ্রদ কর্ম্মনিচয়ে নিযুক্ত হইতে অধিক ভাল বাসেন। সুতরাং দেশীয় সমাজের নীচপ্রকৃতি ধর্ম্ম-ভয়-বিবর্জ্জিত ভদ্রসন্তানেরা আমলাগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এমত স্থলে আমলাগণ যে অর্থলোভ পরবশ হইয়া অতি গর্হিত কর্ম্ম সকলও নির্ভয়ে সম্পাদন করিবে তাহার বিচিত্র কি? ফলিতার্থে উপযুক্ত কারণবশতই বিচারাগার সমূহ কেবল অধর্ম্মের এবং জুয়াচুরির বাসস্থল-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এইক্ষণে ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় যে চিহ্নিত অচিহ্নিত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যে ক্ষমতার ও মর্য্যাদার বিভিন্নতা আছে তাহা এককালীন রহিত হইয়া যায়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে এই অনিষ্টকর বিভিন্নতা কেবল কএকটী লোকের স্বার্থপরতার জন্যই হইয়াছিল। নচেৎ একদ্বারা দেশের কোন মঙ্গলই সম্পাদন

হয় নাই, প্রভৃতি অনিষ্ট-রাশিই উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা সর্ব্বতোভাবে অভিলাষ করি যে পার্লিয়ামেন্ট মহাসভা হইতে এই কুপ্রথাটী রহিত হয়। ভারত-বর্ষের সুবিখ্যাত গবর্ণর জেনেরল লার্ড বেণ্টিক, মনরো এবং মেট্‌কাফ সাহেব প্রভৃতি মহামতিরাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্‌যোগী ছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে অন্যান্য আমলাগণের ন্যায় রামমোহন রায় অপমানিত ও অনাদৃত হয়েন নাই। তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এরূপ্রকার অধ্যবসায় এবং সুপ্রণালীর সহিত তদীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন যে অনতিবিলম্বেই তাঁহার প্রভু যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেওয়ানি পদে অভিষিক্ত করিলেন। লোক-পরম্পরায় এমত কথিত আছে যে তিনি এই কর্ম্ম করিয়া ১০,০০০ টাকা বার্ষিক আয়ের এক জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। এ বিষয়টী সত্য হইলে স্বভাবতই এই অসাধারণ ব্যক্তির স্বভাবের উপর অন্তঃকরণে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়টি যথার্থ কি অযথার্থ তাহার মীমাংসা করা অতি সুকঠিন ব্যাপার। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাধুতা উৎকোচ-লোভকে নতশির করিয়া স্বীয় জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিল, কি দ্বিতীয় বেকন সদৃশ তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তি সত্ত্বেও তিনি দুর্নিবার অনিত্য ধন-লোভে লুব্ধ হইয়া মানবীয় দৌর্ব্বল্যের অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার মীমাংসা করা আমাদিগের ক্ষমতাতীত। ফলেও ইহার যাথার্থ্যের কোন নিশ্চয় প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে রামমোহন রায় দেবতাবতার--বিশেষ তুল্য অসাধারণ পর্ম্মরত্নে বিভূষিত হইয়া সনাতন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং যে রামমোহন রায় দেওয়ানি পদে অধিকৃত হইয়া স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছেন, যে রামমোহন রায় জ্ঞানরত্ন পরিপূর্ণ বেদ বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় তত্ত্বপিপাসু হইয়া তন্ন তন্ন করিয়াছেন, ও স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল-সাধনের উত্তমোপায় পাইবার জন্য অনিরক্ত স্বীয় বন্ধু বান্ধবের উপদেশাকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, এবং যে রামমোহন রায় রঙ্গপুরের কালেক্টরি গৃহে উপ-বেশন করত রোবকারী ও মায়সালা রচনা করিয়াছেন, যে রামমোহন রায় কাল্পনিক পৌত্তলিক ধর্ম্মের সমূ-লোৎপাটনাভিলাষে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যে রামমোহন রায় রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার মধ্যে চরিত্র বিষয়ে কর্ম্মানুরূপ বিভিন্নতা ছিল কি না তাহার নির্ণয় করা আমাদিগের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেও বলা যায়।

যাহাহউক, তাঁহার উৎকোচ-গ্রহণ-বিষয়ে কোন প্রমাণই না থাকাতে, তিনি যে এ দোষে দূষিত ছিলেন না, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি যে সেই সময়ে উৎকোচ গ্রহণরূপ পাপপিশাচীর মুগ্ধকরী ঐন্দ্রজা-লিক শক্তিতে আসক্ত না হইয়া, তাহা হইতে দূরে ছিলেন ইহাতে তাঁহাকে কতদূর পর্য্যন্ত সাধুবাদ দিতে হয় তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন। মনুষ্যপ্রকৃতি স্বভাব-তই দুর্ব্বল এবং পাপপঙ্কে মগ্ন হইতে অতিমাত্র ব্যস্ত। তাহাতে আবার যদি তাঁহাকে (মনুষ্যকে) অতি উচ্চ-

প্রভৃতি করত প্রধান ক্ষমতা ভূষণে বিভূষিত করিয়া অতি অল্প বেতন প্রদান করা যায়, যাহাতে তাঁহার অত্যাবশ্যক ব্যয় পর্য্যন্তও নির্ব্বাহ হইতে না পারে, তবে কাজেকাজেই তাঁহাকে উৎকোচ গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বাঞ্ছা করা নিতান্ত অসম্ভব। লার্ড কর্ণওয়ালিশ ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইবার পূর্ব্বে যেহ কারণ বশতঃ তৎসময়ের বিচারকর্ত্তা অর্থাৎ মেজেষ্টর কালেকটর প্রভৃতি সাহেবগণ কোম্পানির সাতিশয় হানি করিয়াও আপনাদিগের ধনতৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিতেন, আমলাগণ এইক্ষণে সেইং কারণের অধীন হওয়াতেই তদনুরূপ ফল ফলিত হইয়াছে। স্বরূপতঃ বিচার করিয়া দেখিলে আমলাগণ যে উৎকোচ গ্রহণপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় স্বীয় চরিত্রের কলঙ্কে দূষিত করিয়াছে ইহা কর্ত্তৃপক্ষের অবিবেচনার সমুচিত ফল বলিলেও বলা যায়। তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ বেতন প্রদান করিয়া অধিক ক্ষমতা অর্পণ করিলে তাহারা ২।১ জন ব্যতীত সকলেই যে অসন্মার্গ অবলম্বন করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সম্প্রতি পুলিসের আমলা এবং পদাতিকগণের বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে বোধ হয় যে, আমাদিগের রাজপুরুষেরা, এই কুপ্রথা নিবন্ধন গরলময় ফল উৎপন্ন হইয়া ভারত ভূমিকে যে পাপপঙ্কের নর্দ্দমা স্বরূপ করিয়াছে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। এইক্ষণে অস্মদাদির নিতান্ত অভিলাষ যে তাঁহারা অন্যান্য আফিসের কর্ম্মচারিদিগের প্রতিও এইরূপ কৃপাদৃষ্টি করেন। এইক্ষণে অনেক আফিসের সেরেস্তাদার

এবং পেস্কারদিগের যদ্রূপ ক্ষমতা তদ্রূপ কখনই তাঁহাদিগের বেতন নহে। এমত অনেক জেলার নাম করা যাইতে পারে যে তথাকার সেরেস্তাদার দিগকেই প্রকৃতরূপে মেজেষ্টর, কালেক্টর এবং জজ্‌দিগের কর্ম্ম সম্পাদন করিতে দৃষ্ট হয়। সুতরাং আমলাগণ সচ্চরিত্র হইয়া, ভারতবর্ষ মধ্যে উৎকোচ গ্রহণরূপ রাক্ষসীকে প্রবেশ করিতে দিবেক না, এ অভিলাষ করার পূর্ব্বে তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করা অতীব আবশ্যক।

রঙ্গপুরের কালেক্টর ডিগবি সাহেব যতই রামমোহন রায়ের স্বভাব চরিত্র জ্ঞাত হইতে লাগিলেন ততই তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এমত হইয়া উঠিল যে তাঁহারা উভয়ে অকৃত্রিম প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা এবং ইংরেজি শিক্ষায় পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ রামমোহন রায় ডিগবি সাহেবকে বঙ্গভাষা এবং ডিগবি সাহেব রামমোহন রায়কে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরে, বহুদিবস অতীত হইল, ডিগবি সাহেব ইংলণ্ডে প্রস্থান করিয়া নিম্নলিখিত মতে রামমোহন রায়ের গুণানুবাদ করিয়াছিলেন।

“আমি রাজকার্য্য বিষয়ে যে সমস্ত পত্রাদি লিখিতাম রামমোহন রায় তাহা অতি মনোযোগ ও পরিশ্রমসহকারে পাঠ করাতে এবং আমার স্বজাতীয় বন্ধুদিগের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথন ও পত্রাদি লিখিবাতে, ইংরেজীভাষায় তাঁহার এবম্প্রকার ব্যুৎপত্তি

হইয়াছিল যে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ইংরেজী ভাষা কথনে এবং লিখনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইংরেজীভাষায় লিখিত অনেক সম্বাদপত্র পাঠ করিতেন"।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামমোহন রায় ক্রমে রঙ্গপুর, ভাগলপুর এবং রামঘর প্রভৃতি জেলায় অবস্থিতি করিয়া, উক্ত বর্ষেই কলিকাতা নগরীতে বাস করা আরম্ভ করিলেন। তিনি নগরের পূর্ব্বদিকে সারকুলার রোডের নিকটে, চতুর্দ্দিকে উদ্যান বেষ্টিত একটী মনোরম বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন। জনকোলাহল এবং বৈষয়িক চিন্তা হইতে অবমুক্ত হইয়া নির্জ্জনে এবং প্রাকৃতিক শোভা বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করত, পদার্থবিদ্যার আলোচনায় এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে অনুক্ষণ রত থাকার বাসনা সর্ব্ব সময়েই তাঁহার অন্তঃকরণে বলবতী ছিল। এইক্ষণে ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে সেই বাসনা পূর্ণ করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যালোচনা বিষয়ে তাঁহার অসামান্য আগ্রহ এবং যত্ন ছিল। তিনি প্রায় সকল সময়েই বলিতেন যে মনুষ্য মাত্রেরই, একরূপ ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিয়া, প্রকৃতি-চর্চ্চা-নিবন্ধন অপার আনন্দ সলিলে সন্তরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহার অনেক বন্ধুর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন যে "আমি এইক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার নিতান্ত বাসনা যে কোন নির্জ্জন কুটীরে অবস্থিতি করত বেদান্ত এবং মেসনভি* গ্রন্থ অধ্যয়ন করি"।

* পারস্যভাষার একজন সুবিখ্যাত কবি মৌলানারূম-কর্ত্তৃক

সংসারের চিন্তারাশি হইতে অবসৃত হওয়া, নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্রালোচনাতেই জীবনকাল পর্য্যবসিত করা, জনশূন্য গভীর অরণ্য মধ্যে অবস্থিতি করত প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা এবং জগদীশ্বরের চিন্তা করা, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে মোহান্ধ দেশীয় জনগণের ঐহিক পারত্রিক সুখের উন্নতি হইতে পারে সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকা, ইত্যাদি বিষয়েই মানববর্গের যার পর নাই সুখলাভ হয়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কি সভ্য দেশীয় লোকনিচয়, কি অজ্ঞানাবৃত অসভ্য মানবকুল, সকলকেই সতত বিষয়কর্ম্মে এবং সংসারের ব্যস্ততাতে অতীব ব্যাকুলিত দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার এই দৃঢ় জ্ঞান ছিল যে ঐ সকল সামান্য বিষয়ে কখন মনুষ্যের সকল জীবন পর্য্যবসিত হওয়া বিধেয় হইতে পারে না। "মনুষ্য অবশ্য কোন মহৎ এবং বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই রঙ্গভূমি পৃথিবীতলে সৃষ্ট হইয়াছেন, কেবল ধনোপার্জ্জন জন্য নহে" এই সুধাময় নীতিটী তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ছিল এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতেও তিনি এক দিন পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্র স্বভাবতই নানাবিধ সদ্গুণের বীজে পরিপূর্ণ, সুতরাং উপযুক্ত মতে যত্ন করিয়া তৎসকলকে বর্দ্ধিত না করিলে তিনি কখনই প্রকৃতরূপে সুখী হইতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এই

এই গ্রন্থ রচিত হয়. ইহা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহকরণ ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ।

প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্যের মনোমধ্যে যে বলবতী সুখ-সম্ভোগের ইচ্ছা আছে তাহা এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন-সদৃশ সুখভোগে কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না, অনন্তকালের বিশুদ্ধ সুখ এবং সেই জগৎ-স্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী মহাপুরুষের ধ্যান এবং তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ ব্যতীত কখনই সেই বলবতী ভোগেচ্ছাকে নিবারিত করিতে পারা যায় না।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগরীতে রামমোহন রায় বাস করাতে, বহুসংখ্যক তত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট একত্রিত হইলেন। মিষ্ট দ্রব্যের চতুপার্শ্বে যদ্রূপ পিপীলিকাগণ একত্র হয়, স্পর্শমণির আকর্ষণ-শক্তিপ্রভাবে চতুর্দ্দিকস্থ লৌহখণ্ড সমূহ যদ্রূপ একস্থানে আনীত হয়, তাঁহার অলোক সামান্য গুণরাশি প্রভাবে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার নিকট সমাগত হইলেন। এই সময় হইতেই তিনি দেশীয় ধর্ম্ম সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত প্রাণপণে এই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্যই তিনি নিয়ত রত ছিলেন। কি দিবা, কি রাত্রি, কি প্রত্যূষ, কি সায়ংকাল সকল সময়েই কেবল দেশের ধর্ম্মোন্নতি জন্য তিনি ব্যগ্র থাকিতেন। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুগণ পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল, পক্ষ মাস প্রভৃতি সময়খণ্ডের যথা নিয়মে অনবরত পরিভ্রমণ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিল, জগন্মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত পঙ্ক্তিক্রমে দিবাকরকে প্রদক্ষিণ করত বর্ষের অবশেষ করিল, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ব্যগ্রতা ও পরিশ্রমের শেষ হইল না।

তিনি মহদন্তঃকরণে পরিশ্রম এবং শারীরিক ক্লেশের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, আপনাকে পরোপকার গুণের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দিনে দিনে উন্নত করিতে লাগিলেন।

আহা! মহৎ ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপের আলোচনায় কি অনির্ব্বচনীয় বিমলানন্দের উৎস উৎসারিত হয়। তাঁহারা জগতের হিতসাধন কল্পে ক্লেশকে ক্লেশজ্ঞান করেন না, পরিশ্রমকে পরিশ্রম বোধ করেন না, প্রত্যুত যাবতীয় অসুবিধাকে আত্মপ্রসাদের হেতুজ্ঞানে অবিচ্ছিন্ন বিমলানন্দ-স্রোতে ভাসমান হইতে থাকেন। তাঁহারা জীবনের জীবন, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতার অভিপ্রেত কর্ম্মে জীবন-যাপন করিতেছেন এই বলিয়াই তাঁহাদিগের মানসাকাশ বিমল কিরণকণা-বিশিষ্ট আনন্দরূপ পূর্ণ শশধরের কিরণ নিকরে পরিপূর্ণ হয়।

মহা-নিষ্ঠুর পৌত্তলিকধর্ম্ম এতদ্দেশস্থ ব্যক্তি মাত্রকেই এবম্প্রকার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে কোন্ উপায়ে এবং কিপ্রকারে জগৎপিতার উপাসনা করিতে হয় তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গমই নাই। তাঁহারা উপাসনা কালীন কতকগুলীন সংস্কৃত-শব্দ উচ্চারণ করেন, কিন্তু তাহার অর্থ কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই একেকালীন বাক্‌শূন্য হইয়া পড়েন। কি আশ্চর্য্য, যে "গায়ত্রী" পাঠ না করিলে ব্রাহ্মণ মাত্রের জল গ্রহণ পর্য্যন্ত হয় না, সেই গায়ত্রীর অর্থই তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ রহেন। তাঁহারা যে শাস্ত্রানুসারে চলিয়া থাকেন এ বিষয়েও সে শাস্ত্রের কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না, যেহেতু

ধর্ম্মশাস্ত্রে এমত উক্ত আছে যে "সার্থ গায়ত্রী না জানিলে, কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য হইতে পারেন না"। আমরা যাহা বলি তাহা যদি না বুঝিতে পারি তবে সে বলাতে যে কি প্রকারে আমাদিগের মনের ভাব প্রকাশ হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।"

উপরি উক্ত কুপ্রথা সকল নিবারণ করত মানবমণ্ডলীর মনে নির্গুণ ব্রহ্মের মহৎ ভাবের উদয় করিয়া দেওয়া, মহাত্মা রামমোহন রায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। পৌত্তলিক ধর্ম্মরূপ মহীরুহের সমূলোচ্ছেদ করিবার, সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সত্যের জয়পতাকা দেশমধ্যে উড্ডীন করিবার, এবং পরকালে যে কৃতকর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ বিধান হইবে সেই বিশ্বাস মনুজমনে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিবার, জন্যই যেন তিনি জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিলাষ পূর্ণ করণার্থে তিনি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, এবং জীবনকাল সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিবিধ সদ্গুণে এবং সৎসাহসে অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ থাকা হেতু তিনি যাবতীয় প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরোপকার করণ এবং দেশের উন্নতি সাধন জন্য তিনি যে পরিমাণে ধনব্যয় করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলেই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। কোন দেশের কোন ধর্ম্ম-সংশোধক ব্যক্তিই তদপেক্ষা অধ্যবসায় সহকারে এবং অকপটচিত্তে পরিশ্রম করেন নাই। তাঁহার ভদ্রতা, সৎসাহসের নির্ভয়কতা, বিদ্যানের গাম্ভীর্য্য এবং ধর্ম্ম প্রচারকের

অসাধারণ অধ্যবসায় কখনই এক শরীরে এমত উত্তম রূপে সমঞ্জসীভূত দৃষ্ট হয় নাই।

বেদান্তশাস্ত্র বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি সর্ব্ব-সাধারণ সমীপে প্রথমে গ্রন্থকর্ত্তারূপে পরিচিত হই-য়াছিলেন। বেদের অনেক কঠিন বিষয়ের টীকা এবং যাবতীয় হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের চুম্বক এই বেদান্ত গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। এই গ্রন্থ অসামান্য মানসিক শক্তি-সম্পন্ন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত হয়। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার মানসিক শক্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এককালীন আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সংস্কৃতে অনেক উত্তম২ গ্রন্থ ইঁহার দ্বারা প্রণীত হইয়াছে।

বেদান্ত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকায় তৎ-পাঠ নিবন্ধন বিশুদ্ধ সুখভোগে অনেকেই বঞ্চিত হইয়াছিলেন। অতএব রামমোহন রায় এই গ্রন্থ বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে অস্মদাদির কীদৃশ উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিয়দ্দিবস পরেই তিনি উর্দ্দু ভাষায় ঐ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই অসামান্য এবং উৎ-কৃষ্ট গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় পরিণত করিয়া ইংরেজ দিগকেও ইহার পাঠ জনিত সুধাপানে সক্ষম করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তের ইংরেজী অনুবাদের ভূমি-কাতে এক-ব্রহ্মবাদীদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি যে একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহা এমত উৎ-কৃষ্ট এবং মধুর যে এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া কোন ক্রমেই বিরত থাকিতে পারিলাম না।

"পৌত্তলিক ধর্ম্মাক্রান্ত অনেক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য

হিন্দুরা তত্তদ্ধর্ম্মের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে সম্যক অক্ষম। এ বিষয়ের মীমাংসা জন্য তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে ন্যায় এবং জ্ঞান সম্মত কোন কারণ না দর্শাইয়া কেবল তদ্বৎ পিতা পিতামহাদি উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন এই মাত্র বলিয়া থাকেন। আমি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপাসনা জন্য পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আমাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন; এমন কি, অনেকে শত্রুবৎ আচরণও করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে আমার সম্যক বিশ্বাস জন্মিয়াছে। অতি প্রাচীন সময়ে মুনি ঋষিরাও এই ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তত্তৎপূজ্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ্য প্রমাণ করণ এবং আমার দেশস্থ ভ্রাতৃবর্গ যে ভ্রমপূর্ণ অমূলক পৌত্তলিক ধর্ম্মে আবদ্ধ রহিয়াছেন তাহার অযথার্থতা প্রতিপন্ন করণ জন্য, কএক বৎসর অবধি আমি অনেক যত্ন করিতেছি। তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে, সত্ত্বেও যে আমার ব্রাহ্ম হওয়া উপলক্ষে তাঁহারা আমার অনেক নিন্দা ও অপবাদ করিতেছেন; তাঁহাদিগের এবম্প্রকার আচরণ যে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ সেটী সপ্রমাণ করাও আমার এক প্রধান উদ্দেশ্য।

"বেদ গ্রন্থ অনাদি বলিয়া ইঁহারা ব্যাখ্যা করেন। বেদমধ্যে হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারপ্রণালী এবং সাহিত্যাদি শাস্ত্র সকল একত্রিত আছে। এ গ্রন্থ অতি দুর্ব্বোধ এবং ইহার রচনা প্রণালী অতি কঠিন ও দুরূহ। তজ্জন্য ইহার অনেকাংশ উত্তমরূপে বোধগম্য হয় না,

এবং এক স্থানে এক মত ও অন্য স্থানে তদ্বিরুদ্ধ বোধ হয়। অদ্যাপি ২০০০ দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, ব্যাসদেব ইহার রচনাকাঠিন্য বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় তাহার মীমাংসাদি করত সংক্ষেপে অন্য এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম বেদান্ত। বেদান্ত শব্দটি যোগরূঢ় 'বেদ' ও 'অন্ত' এই দুইটী সংস্কৃত শব্দ হইতে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার অর্থ "বেদের মীমাংসা।" হিন্দুরা এই গ্রন্থ অত্যন্ত মান্য করিয়া থাকেন, এমন কি তাঁহাদিগের সমক্ষে এই গ্রন্থ বেদতুল্য পূজ্য ও আদরণীয়। কিন্তু বেদান্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি উহা স্পর্শ করিতেও অক্ষম, সুতরাং এতদন্তর্ভুক্ত মতাদিও জ্ঞাত নহেন, এই বিবেচনায় আমি উহা প্রচলিত ভাষাদিতে অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

"হিন্দুরা সকলে এই গ্রন্থানুসারে আচরণ করিতে যে বিমুখ রহিয়াছেন, বোধ করি, এই গ্রন্থের সমুদায় মত তাঁহারা জ্ঞাত নহেন, তজ্জন্যই সেটী ঘটিয়াছে।

"মদ্গৃহীত ধর্ম্ম প্রতিপন্ন করণে নিতান্ত অভিলাষী হওয়াতে, উক্ত গ্রন্থ বঙ্গ এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় সাধ্যানুসারে অনুবাদ করিয়া বিনা মূল্যে উক্ত গ্রন্থ নিচয় মদ্দেশীয় সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে প্রদান করিয়াছি। এইক্ষণে এ গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় পরিণত করণে আমার মানস এই যে ইউরোপস্থ বন্ধুবর্গও জ্ঞাত হইতে পারেন যে হিন্দুরা যদিও নানাপ্রকার পুত্তল পূজা করত হিন্দুধর্ম্ম এককালীন ঘৃণ্য

করিয়া ভুলিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ মত নহে।"

"অনেক ইংরেজী গ্রন্থে এরূপ উক্ত আছে এবং অনেক ইংরেজেরা এরূপ বলিয়া থাকেন যে হিন্দুরা পরমেশ্বরের এক এক গুণকে এক এক প্রকার কল্পিত রূপ প্রদান করত তত্তৎ পূজা করিয়া থাকে। স্বরূপতঃ এরূপ নহে। এক্ষণকার হিন্দুদিগের মনে এমত কোন ভাবই নাই। তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যথার্থই বহুসংখ্যক দেব দেবী স্বর্গনামক কোন বিশেষ সুখাবহ স্থানে বর্ত্তমান আছেন, এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতা আছে। তন্মধ্যে দেবতা বিশেষকে সন্তুষ্ট করিয়া তদনুগ্রহের পাত্র হইবার জন্য তাঁহারা সেই দেবতার উদ্দেশে মন্দিরাদি স্থাপন এবং নানাপ্রকার ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেব দেবীরা যাঁহার বিবিধ গুণের অনুরূপ, তাঁহারা সেই জগদীশ্বরের উপাসনা করেন না। আমি ইহা স্বীকার করি বটে, যে পরমেশ্বরের বিবিধ শক্তিকে স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা করিবার প্রথা হইতেই এই কাল্পনিক পৌত্তলিকধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু এইক্ষণকার হিন্দুরা সে বিষয় কিছুই অবগত নহেন, এমন কি তাহার মধ্যে কোন২ ব্যক্তিকে উক্তরূপ প্রকৃত কথা বলিলে তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া নানাপ্রকার কটূক্তি করিয়া থাকে। আমার বাসনা এই যে আমি এ প্রকার বলাতে কেহই এমত অনুভব না করেন যে কেবল আমার মত প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তেই আমি এরূপ বলিতেছি। জগদীশ্বরের

প্রকৃতি ও স্বরূপ বিষয়ে যতই অধিক বাগাড়ম্বর করা যায় ততই আরও কঠিন বোধ হইতে থাকে। তৎ-প্রতি কারণ এই যে, যে সকল বিষয় আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের গোচর তৎকদ্বারা কেবল তাহারই স্বরূপ নিরাকরণ করা যায়, তদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থের স্বরূপ নির্দিষ্ট করিতে পারা যায় না। আমার কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে যদ্যপি অজ্ঞান্ত বিচারে এবং ব্যক্তি-মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারে এই বিশ্বজগতের সৃজন ও পালনকর্ত্তা অনাদি অনন্ত জ্ঞান-সম্পন্ন এক পুরুষ আছেন এমত প্রতীতি জন্মে, তবে তৎসঙ্গে আমাদিগের ইহাও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য যে সেই পুরুষ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যদিও মূর্খেরা এবং কোনং বিদ্বান্ কুসংস্কারাশ্রিত ব্যক্তিরা কোন ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থকে সর্ব্বশক্তিমান্ অনাদি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, তাহাতেই তাহা-দিগের অসঙ্গত ন্যায়বিরুদ্ধ আচরণ যে যথার্থ, এমত কাহারো বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে।

"ভারতবর্ষে এই অমূলক বেদবিরুদ্ধ পৌত্তলিকধর্ম্ম প্রচলিত থাকাতে যে অশেষপ্রকার অসুখ দেখা যাইতেছে, নানাপ্রকার হানিজনক বিষয়ের উৎপত্তি হইতেছে, সামাজিক ঐক্য বিষয়ের নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক জন্মিতেছে এবং উপচিকীর্ষাদি বৃত্তি সঞ্চালনের অশেষবিধ ব্যাঘাত হইতেছে, ইহাই দেখিয়া, আমি মদ্ভ্রাতৃবর্গকে ভ্রমনিদ্রা হইতে উত্থিত করিবার জন্য যত্ন করিতে অতীব ব্যগ্র-চিত্ত হইয়াছি। তাঁহারা যদি কোনক্রমে বেদান্ত-শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে

পারেন তবে নিঃসন্দেহ সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা নিরবয়ব জগদীশ্বরের একত্ব এবং সর্ব্বব্যাপিত্ব জ্ঞাত হইতে পারিয়া, তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করত মানব-জন্মের সার্থকতা সাধন করিতে পারিবেন।

"আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, হিতাহিত জ্ঞানে এবং অকপট ওস্বরূপ বিচারে যে পথ অবলম্বন করিতে আমাকে উপদেশ প্রদান করে, সেই পথ অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করাতে, দেশীয় ব্যক্তিবর্গের, এমন কি, আপনার অতি-নিকট বন্ধুবান্ধবদিগেরও নিন্দার এবং কটূক্তির ভাজন হইয়াছি। আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় এমত অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন যাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যশ, মান, এবং ধনার্জ্জন করিতেছেন। সুতরাং আমার এরূপ আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহারা যে কতপ্রকার প্রতিবন্ধক দর্শাইতেছেন এবং তজ্জন্য আমাকে যে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক এবম্প্রকার যত প্রতিবন্ধকই উপস্থিত হউক না কেন, আমি একটী বিশ্বাস অবলম্বন পূর্ব্বক সে সকলই প্রশান্ত চিত্তে সহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। জগদীশ্বরের কৃপায় অবশ্যই এক দিন সে দিনের উদয় হইবে, যখন এ দীনের অকপট যত্ন এবং অধ্যবসায় ন্যায়-সম্মত বলিয়া জনসমাজে গ্রাহ্য হইবে। এমন কি, এমত আশা করিলেও করিতে পারি যে, কত জন সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমাকে স্মরণ করিবে। যে ব্যক্তিই কেন যাহা বলুন না, এই দৃঢ় বিশ্বাস-নির্ব্বন্ধন অপার আনন্দ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে কেহই

সক্ষম হইবেন না। যে অনাথনাথ জগদীশ গোপনে অবস্থিতি করত সকলের অন্তর দর্শন করিয়া প্রকাশ্যে তদনুযায়ী ফল বিধান করেন, তিনি অবশ্যই আমাকে গ্রহণ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।"

নানাবিধ ভাষায় বেদান্ত অনুবাদিত হইয়া প্রচার হইলে রামমোহন রায় "কঠোপনিষদ" নামা সামবেদের একাধ্যায় বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের টীকানুরূপ বাঙ্গলা এবং ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত করিলেন। এই অনুবাদের দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে পরমেশ্বর এক এবং সর্ব্বশক্তিমান্। বেদ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ১. জ্ঞানকাণ্ড। ২, কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে পঞ্চভূতের পূজা এবং বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতে বিধি আছে। জ্ঞানকাণ্ড, উপনিষদ সকল যাহার অঙ্গ, তাহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং গুণনিচয়ের বিষয় বর্ণিত আছে। কর্ম্মকাণ্ড এবং পুরাণাদি প্রতিপাদ্য দেব দেবী পূজা এবং অনর্থক বাগাড়ম্বরাদি যে বেদের সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশ উপনিষদের সম্যক্ বিধি বিরুদ্ধ, সেই বিষয়টী পৌত্তলিকদিগের হৃদয়ঙ্গম করণোদ্দেশে রাজা রামমোহন রায় উপনিষদ সকল নানা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বেদান্ত দৃষ্টে বিচার করিলে ব্রহ্মের বহুত্ব কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন করা যায় না, বরঞ্চ ব্রহ্ম যে এক এবং বহু নহেন তাহারই ভূরিং প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সনাতন ভাবটী জগতের সকলের মনে আবির্ভূত হয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই প্রগাঢ় মানস ছিল। এই মহদ্ব্যাপারে কৃতকার্য্য

হওন জন্য তিনি যে কি পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াছিলেন তাহা লিপিদ্বারা ব্যক্ত করা সুকঠিন। যজুর্ব্বেদের কঠোপনিষদের ভূমিকামধ্যে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন "আমার সম্যক্ বিশ্বাস হইতেছে যে এই সকল গ্রন্থ পাঠে মদ্দেশীয় হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদিগের যাবতীয় প্রধানং ধর্ম্মশাস্ত্রেই ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। সুতরাং এটী সম্যক্রূপে জ্ঞাত হইতে পারিলে, ইহা নিঃসন্দেহই ভরসা করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা স্ব ২ চিরসঞ্চিত কুসংস্কারে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন না।" আহা! তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষ কি মনোহর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে! তখন আর তাঁহারা হৃদয়-বিদারণকর সহমরণে ধর্ম্ম হয় বলিয়া শ্রদ্ধা করিবেন না, গঙ্গাসাগরে পুত্র নিক্ষেপ করিলে স্বর্গলাভ হয় বলিয়া কাহার বিশ্বাস থাকিবেক না, এবং দেবতা বিশেষের নিকট সর্ব্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিবেন না।

এই মহৎ আশাবলম্বন করত তিনি বহুশ্রমে ও যথোচিত অধ্যবসায় সহকারে যজুর্ব্বেদাঙ্গ কঠোপনিষদ এবং অথর্ব্ব বেদান্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদ বাঙ্গালা এবং ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করত, নিজব্যয়ে তত্তাবৎ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া জনসাধারণ মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় দৃষ্টে হিন্দুসমাজ একবারেই অগ্নিবৎ হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা রামমোহন

রায় মুক্তকণ্ঠে ইঁহাদিগের চিরাগত এবং পৌত্তলিক কাল্পনিক-ধর্ম্ম অমূলক ও ভ্রমপূর্ণ সাব্যস্ত করাতে, কৃষ্ণকান্ত-পরিবৃত্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সাম্প্রদায়ী আকর্ম্মণ্য বাবুগণ একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, হায়! অনাদি অনন্ত বেদ বেদান্ত-শাস্ত্র, কেবল ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না, তাহা সর্ব্বসমীপে প্রকাশিত হইল! শূদ্রজাতি পর্য্যন্ত ঐ সকল পাঠ করিতে লাগিল; ঘোর কলি উপস্থিত; সকল ধর্ম্মকর্ম্ম একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল! লোকমান্য ও সম্ভ্রান্ত বাবুগণের বৈঠকখানায় এবং প্রত্যেক অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতেই কেবল ঐ জল্পনা, ঐ আলাপ এবং রামমোহন রায়ের স্বভাব ও আচরণ লইয়া ঘোর বিতর্ক হইতে লাগিল। কেহ কেহ ইহাও বলিতে লাগিলেন, এ রামমোহন রায়ের কি অসাধারণ শক্তি! যে বেদ আমরা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মান্য করি তদ্দ্বারাই দেব দেবীর অর্চনা বিধিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে! এ কি অসাধারণ ব্যক্তি! বিদ্যাতে কি সাহসে কিছুতেই কম নহে! ধন্য রামমোহন রায়, ইঁহার মতই বহুভাগ্যে দেশে উদ্ভূত হইতে পারেন।

যাহা হউক তাঁহাকে প্রশংসা করে এমত লোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। তাঁহার বিপক্ষদলের সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তৎসঙ্গে তুলনা করিলে সপক্ষদিগকে গণনার মধ্যেই আনিতে হয় না। কেবল ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্রজাতিরাও তাঁহাকে নিপীড়ন করণাভিপ্রায়ে সকলে একমন এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হই-

লেন। কি নৈয়ায়িক, কি মীমাংসক, কি পৌরাণিক, কি নাস্তিক, সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পোষ্কাদি কোন মহা সমারোহের সভা বিশেষনে সকলে একত্র হইয়া এই বিষয়েরই বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যদিও অন্তঃকরণে রামমোহন রায়ের বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থের উত্তমাধিকার বিবেচনায় এবং আপনাদিগের কিঞ্চিত জ্ঞান ও যুক্তির উপদেশে তাঁহাকে দেবাবতার বলিয়া জ্ঞান করত তৎপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যাথার্থ্য উত্তমরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তথাপি সৎসাহসে হীনকল্প এবং লৌকিক ভয়ের অনুরোধে প্রবাদ করিতেন "হা, রামমোহন রায় কোথা হইতে বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া এই অনর্থের কারণ হইয়া উঠিল! কি আপদ, শূদ্রাদি নীচ জাতিও ওঁ শব্দ অনায়াসে উচ্চারণ করিতেছে! আর কি মঙ্গল আছে, সকলই উচ্ছিন্ন হইল!।

যে সময়ে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই কথাটীও ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিল না এবং যে সময়ে অস্মদ্দেশে, ইংলণ্ডের বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রবলতা দূরে থাকুক, লক্ষ লোকমধ্যে গড়ে এক জন ইংরেজী ভাষার সহস্র কথামাত্র জানিলেই ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই ভয়ানক অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন সময়ে যে মহাত্মা বেদবেদান্ত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র-জলনিধি মন্থন করত ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সুধার উৎপত্তি করিয়া গিয়াছেন, তিনি কেমন মহান্; কত প্রশংসার এবং কত কৃতজ্ঞতার পাত্র!

“ইণ্ডিয়া গেজেট” নামা সম্বাদপত্রে রামমোহন রায়কে যে “ধর্ম্মসংশোধক” বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিল তদ্দৃষ্টে মান্দ্রাজস্থ শঙ্কর শাস্ত্রী নামা জনৈক পণ্ডিত লিপিদ্বারা ব্যক্ত করিলেন যে, রামমোহন রায় যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মের একত্ব বিষয়ে বেদবেদান্ত হইতে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করত তন্মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সে সকলই যথার্থ, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তজ্জন্যই, তিনি যে এই মতটী নূতন প্রচার করিলেন এমত বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক তিনি এ সকল স্বীকার করিয়াও পৌত্তলিকধর্ম্ম বজায় রাখিতে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। তিনি নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়াছিলেন যে পুরাণোক্ত সকল দেবদেবী পৃথকরূপে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহাদিগের অনুগ্রহ অর্চ্চনা করাও বিধিসঙ্গত। এই সকল বিশ্বাস করাইবার জন্য তিনি যে সকল যুক্তি ও কারণ দর্শাইয়াছিলেন তন্মধ্যে প্রধান এই যে, যেমত রাজনিকেতনেই কোন ভূপনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে একবারে তৎসমক্ষে উপস্থিত না হইয়া সর্ব্বপ্রথমে তদমাত্যাদির সহিত চাক্ষুষ করিতে হয়, এবং কোন ব্যক্তি অত্যুচ্চ অট্টালিকাবিশেষে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে এককালে লম্ফ প্রদান না করিয়া যেমত একাদিক্রমে সোপানশ্রেণীতে পদ বিক্ষেপ করে, তদ্রূপ জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হইতেও সর্ব্বপ্রথমে দেবদেবীর অর্চ্চনা আবশ্যক করে।

এই আপত্তি প্রাপ্তিমাত্র রামমোহন রায় তদুত্তরে এক গ্রন্থ রচনা করিলেন, তন্মধ্যে এই লিখিত হইল।-

ছিল যে "আমাদের সম্বাদপত্রের সম্পাদক ধর্ম্মসংশোধক এবং নব্যমত-প্রচারক" বলিয়া যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা আমার নিতান্ত অনভিমত। উক্ত দুই নাম হইতে যে সম্মান হইতে পারে আমি কখনই তাহার আকাঙ্ক্ষী নহি। "নব্যমত-প্রচারক" এই নাম আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া যে আমি তজ্জন্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি এমত কখনই নহে, যেহেতুক স্বদেশীয় ব্যক্তিমাত্রেই আমাকে ঐ নাম প্রদান করত, বহুল নিন্দাপবাদ করিয়া থাকেন। পরন্তু দেবদেবী পূজা বিষয়ে মহাশয় যে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন তদুত্তরে আমার এই বক্তব্য যে; বেদবেদান্ত মধ্যে অনেক বচন আমি দর্শাইতেছি, যাহাতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের কাল্পনিকত্ব সূর্য্যবৎ দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। বোধ হয় শঙ্কর ভট্ট মহাশয় এই সকল প্রমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের যাথার্থ্য অনুভব করিয়া, তদ্বিষয়ে পুনরায় উত্তরদায়ক হয়েন নাই। যেহেতুক "মৌনং সম্মতিলক্ষণং।"

এই ঘটনার কিয়দ্দিবসান্তে কলিকাতাস্থ কোন খ্যাতাপন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি সংগ্রহ করত ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় এক খণ্ড পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এই পত্র প্রচারিত হইবামাত্রেই, রামমোহন রায় অতি সুললিত এবং সরল ভাষায় যুক্তিসম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, তদুত্তর প্রদান করিলেন। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধবাদী মহাশয়েরা যে লিপিদ্বারা বিচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে, তাঁহারা কুসংস্কারে অন্ধ এবং

আপন স্বজাতিশয়ে বাতুলপ্রায় হওত তাঁহার নিন্দাপবাদ করিয়া বেড়াইতেন। এমন কি তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণেই নাস্তিক নামে (যাহা তন্নিকটে অতীব ঘৃণাকর ছিল।) উল্লেখ করিতেন। তাঁহাদিগের এই বোধ ছিল যে ঈশ্বরোনাস্তি, এইমত পৃথিবীমধ্যে প্রচলিত করণ জন্য তিনি একান্তিক কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আহা! মনে করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়, পাপাচারী কুসংস্কার-পরতন্ত্র ব্যক্তিরা সেই অদ্বিতীয় ধীশক্তি সম্পন্ন ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য মহাত্মাকে করাল কালগ্রাসে সমর্পণ করণ জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র পর্য্যন্তও করিয়াছিল। তিনি কর্ম্মানুরোধে স্থানান্তর গমনকালে প্রকরীবিষ্টিত না হইয়া যাইতে পারিতেন না। তিনি যে তৎকালীয় অজ্ঞানান্ধ হিন্দুগণ কর্তৃক নাস্তিক নামে উল্লিখিত হইতেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফলে এইক্ষণ পর্য্যন্তও আমরা দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি এক ব্রহ্মবাদি মত প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করেন, তাঁহাকে অজ্ঞানী মাত্রেই নাস্তিক বলিয়া থাকে। তাঁহারদিগের নিকট নাস্তিক শব্দের অন্য প্রকার অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি লৌকিপ্রেয় এবং স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করণে ইচ্ছুক হয় তাহাকেই তাঁহারা নাস্তিক বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে তাঁহাদিগের মত মুসলমানগণের মতের সহিত ঐক্য হয়, কারণ যে ব্যক্তি কোরাণে বিশ্বাস না করে তাহাকেই তাহারা নাস্তিক ও কাফের শব্দে বাচ্য করিয়া থাকে। স্ব-ধর্ম্ম-ত্যক্ত ব্যক্তি মাত্রকেই নাস্তিক বলিবার যে রীতি আছে সে দোষে কেবল যে হিন্দু-

দিগকেই দোষী দৃষ্ট হয় এমত নহে। যে হেতুক পুরা-বৃত্ত পাঠে এমত প্রতীত হয় যে, সকল জাতীয় ব্যক্তি-রাই স্ব-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগকে উক্ত নাম প্রদান করিত।

ইংরেজদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকে যে অংশে নীতিশাস্ত্র লিখিয়াছে, রামমোহন রায় তাহার অত্যন্ত প্রশংসা বাদ করিতেন, এবং তাহাতে বহুপরোনাস্তি ভক্তি করিতেন। পৃথিবীতে যত প্রকার কাল্পনিক ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তন্মধ্যে বাইবেল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। বাইবেলের নীতি-শাস্ত্র যে তিনি নিতান্ত মান্য করিতেন তাহা ইহাতেই প্রতীত হইবে, যে তিনি উক্ত গ্রন্থ আদিম অবস্থায় কিরূপ আছে তাহা পাঠ করিবার জন্য হিব্রু এবং গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি জিউ জা-তির কোন ধর্ম্মাধ্যক্ষের সাহায্যে খ্রীষ্টানদিগের পুরা-তন ধর্ম্মপুস্তক এবং ইংলণ্ডীয় অনেক ধর্ম্মযাজকের আশ্রয়ে তদীয় নূতন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে সকল জাতীয় ও সকল দেশীয় প্রধান২ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করত তিনি বাইবেল হইতে অনেক নীতি সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন।

"এই নীতিপূর্ণ গ্রন্থমধ্যে জাতিভেদ ইত্যাদি ঘৃণা মত সকল না থাকাতে, এবং নানাবিধ উত্তম২ নীতি, যদ্দ্বারা মনুষ্য সামাজিক, মানসিক এবং শারীরিক বিষয়ে অতীব সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারেন, এবম্ভ বিষয় সকল থাকাতে, লোকমাত্রেরই অত্যন্ত

উপকার হইবে, এই ভরসায় এই পুস্তকখানি আমি সংগৃহীত করিলাম। এই পুস্তক মুদ্রিত হইবামাত্র খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তৎপ্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" নামক সমাচারপত্রে যে সে নিষ্ঠুরতা তীব্র যুক্তিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে জগদীশ্বরে আপনাকে এককালীন সমর্পণ করত পারত্রিক সুখে অন্তঃকরণ স্থাপন করিয়াছেন এবং যাঁহার মানস-মন্দির সদ্গুণ-প্রভৃতি অমূল্য ধনে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে ব্যক্তি এই বিষয় হইতে ভয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভব কি? আক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই "সত্যাশ্রয়" এই সাহসে উক্ত সম্পাদককে তিনি উত্তর প্রকটন করিলেন। কেবল এই প্রকার করিয়াই যে তিনি ক্ষান্ত থাকিলেন এমত নহে, এই পত্রিকার বিরোধিগণকে পুনর্বার নিজ নাম গোপন করিয়া, ব্রাহ্মণরূপে সত্য-প্রতিপাদক দ্বিতীয় উত্তর দান করিলেন। কোন বিষয় যদি, বাগাড়ম্বর উপস্থিত হইলে তাহা কখনই অল্পকালের মধ্যে মীমাংসা হয় না। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক পুনরায় রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। আহা! স্বার্থপরতার কি অসাধারণ শক্তি! এই বৃত্তির অধীন হইলে মনুষ্য এককালীন পশুবৎ আচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই দূষিত বিষ যাহাকে স্পর্শ করে তাঁহার অগাধ গভীর বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকিলেও, তিনি বালকবৎ ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত থাকেন না। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি বহুগুণালঙ্কৃত ছিলেন বটে,

তথাপি এই কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, রামমোহন রায়ের একত্রিত খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কতিপয় উত্তরাবলী তদযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিতে অস্বীকার করিলেন।

যাহা হউক, ধর্ম্ম প্রচারের রামমোহন রায়ের সঙ্কল্প বলবৎ অধ্যবসায় ছিল. তাহা যে এই ঘটনাতেই নিবৃত্ত হইবে এমত কখনই হইতে পারে না। তিনি ইহার অব্যবহিত পরেই মুদ্র যন্ত্র ক্রয় করত "ধর্ম্মতলা ইউ-নিটেরিয়ান যন্ত্রালয়" সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার নান-মোদিত এবং যুক্তিযুক্ত উত্তর সকল মুদ্রাঙ্কিত করি-লেন। এই সময়াবধি তাঁহার রচিত যাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রাদি এই যন্ত্রালয়ে প্রচার হইতে লাগিল।

ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা এবং দেশস্থ অন্যান্য বিদ্বান লোকে যৎকালে রাজা রামমোহন রায়ের উত্তর প্রত্যুত্তর দর্শনে সতত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া খণ্ডন মানসে বহুবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন, তৎসম-য়েই অস্মদাদির ধর্ম্মসংশোধকের অনেক অনুগমন-কারী বন্ধু ব্রজমোহন মজুমদার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি-পোষক একখানি অভিনব গ্রন্থ রচনা করত ধর্ম্ম-তলার যন্ত্রালয়ে প্রচারিত করিলেন। এই গ্রন্থখানি নানাবিধ সদ্যুক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। বোধ হয় গ্রন্থ রচনার সময়ে রামমোহন রায় মজুমদার মহাশয়কে অনেক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকিবেন।

উল্লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতী[illegible] ইহার লেখক অতীব মহৎ এবং সবিদ্বান [illegible]। ও শাস্ত্রাদি উদ্ঘাটন করত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিপো-ষক অসংখ্য প্রমাণ ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তজ্জ-

নাই নিতান্ত বিশ্বাস হয় যে পুস্তককর্ত্তার হিন্দু শাস্ত্রাদিতে অতিশয় ব্যুৎপত্তি ছিল। এতন্মধ্যে তিনি যে কেবল স্বমতকেই যুক্তিযুক্ত ও জনসাধারণেরই গ্রাহ্য প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এমত নহে, হিন্দুদিগের সেবনীয় এবং পরম্পরাগত পৌত্তলিক-ধর্ম্মের এককালীন সমূলোৎপাটন করিয়া গিয়াছেন। ইহা কি অত্যন্ত সুখের বিষয় নহে যে, যে কলিকাতা নগরী নিরবচ্ছিন্ন পৌত্তলিক-ধর্ম্মে আবৃত ছিল এবং যথায় কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই অনন্যমনা হইয়া কেবল দেব দেবী পূজা করিত, সেই স্থানের অনেক মান্য মহোদয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক এমত একখানি গ্রন্থ প্রচার হইল, যাহাতে পৌত্তলিক-ধর্ম্ম এককালে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল।

যদ্যপি রামমোহন রায় সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন না এবং একমাত্র ধর্ম্মের জন্যই তিনি হিন্দুসমাজে যার পর নাই নিন্দা, কুৎসা ও তাড়নার আস্পদ হইয়াছিলেন, তথাপি ইহা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলা যাইতে পারে যে তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হিন্দুদিগের সমক্ষে প্রশংসার ও সাধুবাদের পাত্র রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কালক্রমে হিন্দুসমাজের অনেক বিদ্বান ও সচ্চরিত্র লোকেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথে সহর্ষ চিত্তে পদার্পণ করিলেন এবং পৌত্তলিক ধর্ম্মকে বৈরিজ্ঞানে তদ্বিনাশে অস্ত্রধারী হইয়া ক্রমে২ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অন্ধকার গৃহে আলোকের সমাগম মাত্রেই যদ্রূপ

তিমির-রাশি তিরোহিত হয়, সূর্য্যকান্তমণি অগাধ সিন্ধুনীরে, নিক্ষিপ্ত হইয়াও যেমত তদীয় প্রভায় চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল করে, তদ্রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ পরম পবিত্র সুধাময় সুধাকরের বিমল জ্যোতিতে পৌত্তলিক ধর্ম্মরূপ অন্ধকার দূরীভূত হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মরূপ সূর্য্যকান্ত মণি, যাহা প্রাচীন হিন্দুগণ, যথা ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহামহা ব্রহ্মজ্ঞ মুনিগণের সময় পরেই পাপাকীর্ণ জনগণের মর্ত্ত্য বশতঃ অজ্ঞানতা-রূপ জলাধ-গর্ভে নিক্ষিপ্ত ছিল, তাহা যতই উত্থিত হইতে লাগিল ততই সদ্বিদ্বান হিন্দু নিচয় তদ্বিমল জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া কাল্পনিক ধর্ম্ম-পাশ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের কোন রচনা মধ্যে এমত দৃষ্ট হইয়াছে যে তিনি তৎশাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান স্বজন বান্ধবদিগকে তদ্রূপ অবজ্ঞা শাস্ত্রাদির অর্থাৎ বেদ বেদান্তের অর্থ উত্তমরূপে বুঝাইবা মাত্রই তাঁহারা একমনা হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু সংখ্যক মান্য গণ্য ব্যক্তিরাও ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃতময় স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইয়া পরম প্রীতি পূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আহা! এত দিনে দুর্ভগা ভারতবর্ষের সুখদিন উদয় হইল। পুরাতন কালের মুনি ঋষিগণের লোকান্তর গমনের পর যে ভারতবর্ষ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই, সেই ভারত ভূমিতে এইক্ষণে ব্রাহ্মগণের সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিল। তৎসময়ে যে মহান ব্যক্তিরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যা বুদ্ধিতে ভূষিত ছিলেন।

সুতরাং কি হেতুতে জগজ্জনের পরমার্থ সাধন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন তাহার উত্তম উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। ১২৩৪ বঙ্গাব্দে (১৮২৮ খ্রীঃ) তাঁহারা সকলে অনন্য-মনা হইয়া পৌত্তলিক-ধর্ম্মরূপা পিশাচী হইতে জননী জন্মভূমিকে মুক্ত করণার্থ "ব্রাহ্ম-সমাজ" স্থাপিত করিলেন। এই সভা প্রতি বুধবার সন্ধ্যাপর আরম্ভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্যগণ অন্তরালে উপবেশন করত বেদের কতিপয় প্রবন্ধ দ্বারা সেই অনাথনাথ জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। উক্ত শ্রুতি সমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত জন্য, জন সাধারণের বোধগম্য হয় না, সুতরাং তদ্ভাবৎ বঙ্গভাষাতেও ব্যাখ্যাত্রা পাঠ করিয়া থাকেন। তৎপর বঙ্গভাষায় বিরচিত নীতিগর্ভ ও পরমার্থ সুধা পরিপূর্ণ বক্তৃতা সমূহ পাঠ হয়। এই প্রকারে উপাসনা কার্য সাঙ্গ হইলে, রামমোহন রায় এবং তাঁহার অন্যান্য বান্ধবের প্রণীত ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। এই সভাতে মনুষ্য মাত্রেই প্রবেশ করিয়া তৎকার্য্য দর্শন করিতে পারেন, তাহাতে নিষেধ নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম জনমধ্যে প্রচার হওন জন্য এই সভা হইতে নানাবিধ পুস্তক প্রচারিত হইয়া বিতরণ হইয়া থাকে।

আহা! কি আশ্চর্য্য! সত্য কখনই গোপন থাকিতে পারে না, জ্বলন্ত অগ্নি কি কখন বসন দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিতে পারে? রামমোহন রায়ের জীবন সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেহ জনপদে শ্রুতও হয় নাই, এইক্ষণে সেই সকল স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়া তদীয় জনসমূহকে ব্রহ্মানন্দরসে প্লাবিত করিতেছে।

এপর্য্যন্ত এপুস্তকের বহুল স্থানে ব্রহ্মধর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করা মাত্র হইয়াছে, কিন্তু সে বিষয়টি কি তাহা সম্যক্ রূপে ব্যক্ত হয় নাই। মানব মাত্রেরই স্বভাব এই যে কোন এক বিষয়ের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে তদ্ভাবৎ বিবরণ শ্রবণ করিতে কৌতূহল হইয়া থাকে। অতএব পাঠকবৃন্দের জ্ঞাপন জন্য উক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি এবং ঐ ধর্ম্মটি বা কি, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ; নান্যৎ
কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

অর্থ—

পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং
নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ব-
নিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ-
ধ্রুবং পূর্ণমিতি।

অর্থ—

তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ স্বভাব।

একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিক-
ঞ্চ শুভম্ভবতি।

অর্থ—

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ
তদুপাসনমেব।

অর্থ—

তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

"এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল দেশের জ্ঞানী মনুষ্যের ধন। এই ধর্ম্মানুযায়ী বাক্য অধিক বা অল্পাংশ সকল দেশের ধর্ম্মপুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধর্ম্ম দ্যুলোকে ও ভূলোকে, বাহিরে ও অন্তরে, অবিনশ্বর জাজ্বল্যমান অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ভাব ও বুদ্ধি এ ধর্ম্মের জনক জননী, আলোচনা ইহার ধাত্রী, জ্ঞানিদিগের উপদেশ ও ধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ সকল ইহার অন্নপান।"

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" এ ধর্ম্মের সার বাক্য। ঈশ্বরকে প্রীতি করাই প্রধান ধর্ম্ম, তাহা হইতে শাখাস্বরূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন নির্গত হইয়াছে। যেমন মীন জল ব্যতীত থাকিতে পারে না, জলই যেমন তাহার জীবনস্বরূপ, তদ্রূপ ব্রহ্ম উপাসক ব্যক্তি সতত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরগুণকীর্ত্তন ব্যতীত থাকিতে পারেন না। ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বর-গুণকীর্ত্তন তাঁহার জীবনস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার মন তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরকে পাইবার জন্য সর্ব্বদাই সতৃষ্ণ রহিয়াছে। তিনি সেই দিনের জন্য সতত ব্যাকুল রহিয়াছেন, যে দিনে তিনি তাঁহার জীবনের জীবন ও চিরকালের উপজীব্যকে প্রাপ্ত হইবেন। যে প্রীতিরস পান করা তিনি আপনার পরম

চরম সুখ জ্ঞান করেন, তাহা তিনি এখন অবধিই অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন; তিনি এই আশাতে আনন্দিত থাকেন, যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানের যত স্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার প্রীতিবৃত্তি ক্রমে উন্নত হইয়া তাঁহাকে অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করিবে। ঈশ্বর যাঁহার প্রিয়, ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎও তাঁহার প্রিয়। যিনি স্রষ্টা, তাঁহার অবশ্য এমত অভিপ্রায়, যে সৃষ্টির মঙ্গল হউক, অতএব যে কার্য্যদ্বারা তাঁহার সৃষ্টির মঙ্গল হয় তাহাকে তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিতে হইবেক। সেই প্রিয়কার্য্য করা ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি আপনার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন। ন্যায়াচরণ, সদ্ব্যবহার, পরোপকার তাঁহার প্রিয়কার্য্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ।

১। এ ধর্ম্মেতে জাতির নিয়ম নাই, সকলজাতীয় মনুষ্যের এ ধর্ম্মেতে অধিকার আছে। ঈশ্বরের সূর্য্য পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে আলোক প্রদান করিতেছে, ঈশ্বরের বায়ু পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে প্রাণ দান করিতেছে, ঈশ্বরের মেঘ পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে জল প্রদান করিতেছে। অতএব কোন এক বিশেষ জাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহপাত্র হইয়া সত্যধর্ম্ম উপভোগ করিবে, আর অন্য সকল জাতি তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে, ঈশ্বরের এমত অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। সকল মনুষ্যই সেই অমৃত পুরুষের পুত্রস্বরূপ।

ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তাকে আপনার সুহৃৎ এবং সকল মঙ্গলের আকর ও অধিকারী জ্ঞান করেন।

দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, এ ধর্ম্মের উপাসনার জন্য কোনো নিয়ম নাই। যে স্থানে যে সময়ে চিত্তের একাগ্রতা হইবেক, সেই স্থানে সেই সময়ে উপাসককে উপাসনা করিবেক। তাহাতে সুশিক্ষিত লোকেরা কোন নির্দিষ্ট সময়ে একত্র হইয়া বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দিগকে আহ্বান করিলে, তাহাই লোকশিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবেক।

তৃতীয় লক্ষণ। এ ধর্ম্মে কোন গ্রন্থের নিয়ম নাই। ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য যে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাই ব্রাহ্মদিগের আদরণীয় ও গ্রহণীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ যাঁহার সমস্ত কণ্ঠস্থ আছে, তাঁহাকে যে ধার্ম্মিক হইবে, এ সজীব ধর্ম্ম তাহা নহে। যে ধর্ম্ম হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক থাকে ও কার্য্যেতে প্রকাশ পায় তাহাই সজীব ধর্ম্ম। এমন অনেক ব্যক্তি দেখা গিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ চিরকাল পাঠ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যেতে কিছুই ধর্ম্ম প্রকাশ পায় না।

চতুর্থ লক্ষণ। এ ধর্ম্ম কোন অদ্ভুত কষ্ট সাধন সাপেক্ষ নহে। যে ঈশ্বর জল বায়ু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু এমত সুলভ করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা সহস্রগুণে প্রয়োজনীয় জীবগণের প্রাণস্বরূপ ধর্ম্মকে যে কষ্ট-সাধ্য করিয়াছেন, এমত কখনই সম্ভব নহে। ভক্তিযোগই পরম যোগ। ধর্ম্মপথের যে স্থান অতি দূরবর্ত্তী বোধ হয়, ভক্তিপ্রসাদাৎ নিমেষ

থাকে তাহা নিকট হইয়া আইসে। কেবল বিশুদ্ধ-চিত্ত হওয়া আবশ্যক করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইয়া তাঁহাতে মনঃসমাধান করে, সে অবশ্যই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যেরূপ মলাক্ত দর্পণে বস্তুর প্রতিরূপ প্রতিভাত হয় না, তেমনি আত্মা পাপরূপ মলাতে জড়িত থাকিলে ঈশ্বরের প্রতিরূপ তাহাতে প্রতিভাত হয় না। সেই মলা প্রক্ষালন কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের করুণা আপনা হইতে সহজেই তাঁহাকে প্রতিভাত হইবেক।

৫ পঞ্চম লক্ষণ। এ সংসার পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যখন দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বর সজাতীয় মনুষ্যের সহিত সদ্ভাবের এক প্রগাঢ় ইচ্ছা আমাদিগকে দিয়াছেন, যখন বন্ধুতা, দয়া, প্রীতি, স্নেহ ইত্যাদি বৃত্তি দিয়াছেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঐ সকল বৃত্তি আমরা নির্দ্দোষ রূপে চরিতার্থ করি। কামাদি রিপু যাহার বশীভূত হয় নাই, সে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইলে তাহার অত্যন্ত বিপদ। আর যে সাধকের কামাদি রিপু বশীভূত হইয়াছে, তাহার আর সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি?

৬ ষষ্ঠ লক্ষণ। বাহ্য আড়ম্বরের সহিত যথার্থ ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোকে অজ্ঞানতঃ ফলশক্তিহীন কাল্পনিক ক্রিয়া ও বাহ্য আড়ম্বরকেই যথার্থ ধর্ম্ম মনে করিয়া পরম ক্রিয়া সত্য ও ন্যায়-ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সকলেরই উপর অত্যন্ত নির্ভর করে, কিন্তু তাহারা এক সত্য কথার মূল্য জ্ঞাত নহে। জ্ঞান,

ধ্যান, ভক্তি, পরোপকার এই সকল ব্রহ্মোপাসক-দিগের ক্রিয়া।

৭ সপ্তম লক্ষণ। এ ধর্ম্মেতে তীর্থের নিয়ম নাই; সকল স্থানই তীর্থ। যেহেতুক এমত স্থান নাই, যে স্থানে তিনি বর্ত্তমান নাই। আকাশ সেই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের শরীর, জগৎ তাঁহার মন্দির। নির্ম্মল মন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ, যেহেতু তাহা ঈশ্বরের বিশ্রামের স্থান।

৮ অষ্টম লক্ষণ। এ ধর্ম্মেতে অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত। যদি অজ্ঞানতা বা দুষ্প্রবৃত্তিবশতঃ কোন গর্হিত কর্ম্ম করা যায়, তবে তাহা হইতে অনুতাপ-অগ্নিতেই বিশুদ্ধি হয়। কারণ যে অনুতাপ করিলে দেখা যায় যে করুণাময় পরমেশ্বর সেই পাপীর অনুতাপিত চিত্তে আত্মপ্রসাদ অমৃত সিঞ্চন করিয়া শান্তি ও আরোগ্য প্রদান করেন।

এই সকল সংস্থাপিত হইবামাত্রেই কুসংস্কারাপন্ন প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় এককালীন অনলস্থানকের প্রায় হইয়া উঠিল। বেদমাতা গায়ত্রী, যাহা পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ দিগের চাতুর্য্যে শূদ্রাদি জাতি সমক্ষে আকাশকুসুম-বৎ দুর্লভ ছিল, এমন কি ব্রাহ্মণ ব্যতীত যাহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবারও কাহার ক্ষমতা ছিল না; তাহাই এই-ক্ষণে সকল জাতি, ম্লেচ্ছাদিরও কর্ণগোচর হইতে লাগিল, ইহা কি কোনক্রমে তাহারদিগের সহ্য হইতে পারে? অতএব এই সকল আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত হইবার মানসে অর্থাৎ ব্রাহ্মদলকে পদানত করিবার জন্য প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় "ধর্ম্মসভা" সংস্থাপন

করিলেন। এই সভাসংস্থাপনের পর কলিকাতা নগরী এককালীন আন্দোলনে পরিপূর্ণ হইল। দিবারাত্রি কেবল ঐ আলাপ ঐ চর্চাতেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। যে স্থানে গমন করা যায় কেবল "ধর্ম্মসভা" "ব্রাহ্মসভা" সেই কথাই শ্রবণ হইত, এ কারণে সকলকে [illegible] করিয়া স্ব স্ব [illegible] উত্তেজিত হইলেন। এ কথা ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইত না। [illegible], কি [illegible], কি বৈঠকখানা, কি [illegible], কি অন্তঃপুর, কি চণ্ডীমণ্ডপ, সকল স্থানেই কেবল ঐ কথা আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক দিবস একত্র [illegible] যে [illegible] ব্রাহ্মণ এককালে [illegible] হওয়া, পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রতিপোষক ধর্ম্মসভা [illegible] স্বীকার করিয়াছে। এবং [illegible] আমার [illegible] প্রতিযোগী হইতে যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম [illegible] হইয়াছে।

বাস্তবিক [illegible] নিযুক্ত করিলে তাহা একেবারে শুষ্ক না হইয়া থাকিতে পারে? নিরবচ্ছিন্ন কর্ষণ যোগে অত্যাবশ্যক নিযুক্ত হইলে তাহা কি কখন অচিরে শুষ্ক না হইয়া চিরস্থায়ী হয়? ইহারা অল্প কাল মনুষ্যের নয়ন চাকচিক্যে ভূষিত করে বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহা বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মসভাও প্রথমে অত্যন্ত বলশালী হইয়া বিবিধ [illegible] ব্রাহ্মগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল বটে, কিন্তু এইক্ষণে কেবল তাহার [illegible] কীট [illegible] জীর্ণ কাগজাদি অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে বিষয়টী বর্ত্তমান

...কিসে জাত্যাভিমান ই... বিষময়ী কুপ্রথা সকলের ...ন উত্তেজিত থাকে, এবং যাহার আবির্ভাবে সামা- ...ক সুখ নিচয়ও দুঃখরাশি হইয়া পড়ে, এমত ভয়া- ...বিষয়ের চিরস্থায়িত্বের জন্য বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ...ত্রই অযত্ন প্রকাশ করেন।

এইক্ষণে রামমোহন রায় যে নির্দ্দয় হৃদয়-বিদারক সহমরণ প্রথা নিবারণ জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাই-তেছে। আহা! স্মরণ হইলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় এবং মনুষ্যমনের উত্তমোত্তম বৃত্তি সকল ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। কত সহস্র কুলকামিনীরা যে এই ভীষণ কুপ্রথা নিবন্ধন অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছেন তাহার সঙ্খ্যা করা সুকঠিন। জীবনান্ত মাত্রেই নিত্যধামে গমন করত অপার সুখসম্ভোগ হইবে, শাস্ত্রকারকদিগের এই স্বকপোল-কল্পিত বিষ-ময় ফলোৎপাদক বাক্যে বিমোহিত হইয়া, নিরাশ্রয়া বিবশা শক্তিবিহীনা অবলারা জীবনরত্নে জলাঞ্জলি ...তেও সঙ্কুচিতা হইতেন না। এই ভয়ানক ... প্রথা যে কোন্ সময়ে এবং কি উদ্দেশে কোন্ ... কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার নির্দ্দেশ করা সুদুরপরাহত। হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান এবং জগজ্জনমান্য যে বেদগ্রন্থ তন্মধ্যে এই কুপ্রথার প্রতি-পোষক বচন মাত্রই বর্ত্তমান নাই, মন্বাদি প্রধান২ গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই, সুতরাং নিতান্তই বোধ হয় যে কোন ক্রূর, জিঘাংসা বৃত্তিই যাহার মনোরাজ্যে একমাত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল এবং যিনি পর-

দুঃখেই সুখ অনুভব করিতেন, তাঁহা কর্তৃক মন্বাদির সময়ের অনেক পরে এই গরলময়ী প্রথা এই ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। হা ভারতবর্ষ! তোমার কি দুর্ভাগ্য! তুমি সর্ব্বপ্রথমে মর্ত্ত্য-মণ্ডলে সভ্যতা ও বদান্যতার পতাকা উড্ডীন করিয়া, পরে কি কুপ্রথার আধার না হইয়াছ। যে স্থানসমূহ বেদ-বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-উপাসনার আলোচনায় অহর্নিশি প্রতিধ্বনিত হইত এবং যে স্থলের লোকসকল সুমার্জ্জিত জ্ঞান-প্রভাবে জঘন্য পৌত্তলিক ধর্ম্মের মস্তকে পদার্পণ করত কুসংস্কার-পিশাচীর আক্রমণ হইতে এককালীন নিশ্চিন্ত হইয়া কালযাপন করিত, অজ্ঞানতার এবং মূঢ়তার প্রভাবে সেই দেশে এক্ষণে এমত দুষ্কর্ম্ম নাই যে দিনং কৃত না হইতেছে! তুমিই ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণকে প্রসব করিয়া রত্নগর্ভা শব্দে উক্ত হইয়াছ, সেই তুমিই আবার দুশ্চরিত্র, সর্ব্ব কর্ম্ম নাশক, ঘোর পৌত্তলিক, সহমরণ, নরবলি ইত্যাদি কর্ম্মকেও যাহারা ধর্ম্ম বলিয়া জানে তাহারদিগের জননী হইয়াছ। [illegible] বতী, খনা প্রভৃতি অসাধারণ [illegible] প্রসবিনী হইয়া তজ্জনিত গৌর[illegible] ছিলে, এবং সেই তুমিই এইক্ষণ এমত সকল [illegible] দিগের গর্ভধারিণী হইয়াছ, যাহারা বিদ্যাবুদ্ধি দূরে থাকুক, এককালীন বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া দুষ্কর্ম্মকে সত্কর্ম্ম এবং সত্কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম বলিয়া মানিতেছে, এমন কি জ্বলন্তানলে প্রাণ সমর্পণ করত আত্মহত্যা-রূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ হইবে এই অমু-

লক বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করত নিঃশঙ্কচিত্তে তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেও সাহস করিতেছে।

রামমোহন রায়ের জীবন সময়ে এই হৃদয়বিদারক ব্যাপারের এমত প্রাবল্য হইয়াছিল যে ভাগীরথীর তীরে সচরাচরই অবলা কুলকামিনীদিগকে স্ব স্ব পতির জ্বলন্ত চিতোপরি প্রাণ সমর্পণ করিতে দৃষ্ট হইত। কোন স্থানে দৃষ্ট হইত যে রূপ লাবণ্যবতী ষোড়শবর্ষী নব যুবতী পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করত মলিন-বদনে দীন নয়নে স্বীয় বান্ধবদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভীষণাকার অগ্নিশিখায় প্রাণরত্ন সমর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেছে এবং কোন স্থানে দৃষ্ট হইত যে শীর্ণকায়বিশিষ্টা বৃদ্ধা চতুর্দ্দিকে স্থিত স্বীয় সন্তানগণের রোদনধ্বনি এবং হাহাকার শব্দ তুচ্ছ জ্ঞান করত, সম্পূর্ণ নির্দ্দয় শাস্ত্রকারের অনুরোধ রক্ষার্থে মানবলীলা সংবরণে প্রবর্ত্তমানা হইতেছে।

এই সকল ভয়ানক ব্যাপার দর্শনে রামমোহন রায়ের সকরুণ অন্তঃকরণে দয়া একবারে তরঙ্গবতী হইয়া উদ্রিক্ত হইল। কি হেতুতে ভারতভূমি এই জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইতে পারে এই চিন্তাতেই তাঁহার দিন যামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল। পরে ১৮২০ সালে তিনি বাঙ্গালা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় সহমরণের পক্ষ ও বিপক্ষ দুই ব্যক্তির বাদানুবাদস্থলে বহুসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া, সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করিলেন এবং এই গুরুতর বিষয়ে একখানি মাত্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিলেন না। প্রথম পুস্তক প্রচারের কিয়দ্দিবসান্তেই পুনরায় পূর্ব্ব প্রণা-

দীতে অন্য একখানি পুস্তক প্রচার করিয়া বিতরণ করিলেন। এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানি তিনি শ্রীল শ্রীযুক্ত মোক্ষি হেষ্টিংসের নামে সমর্পিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপরি উক্ত পুস্তকখানি প্রচার করিবার এই প্রধান অভিপ্রায় ছিল, যে ভারতভূমির যাবতীয় ব্যক্তি সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে এই কুৎসিত সহমরণপ্রথা কেবল হারীত এবং অঙ্গিরা প্রভৃতি নীচপ্রকৃতি দুরাশয় শাস্ত্রকারদিগের প্রতিপাদ্য, কিন্তু বেদ বেদান্ত ও মন্বাদি সর্ব্বপূজ্য ও সর্ব্বমান্য গ্রন্থ নিকরের কখন প্রতিপাদ্য নহে।

এই গ্রন্থনিচয়ে যে সকল অভ্রান্ত এবং অখণ্ড যুক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল সেই সমুদায়ই ভারতভূমি হইতে ঐ কুপ্রথা নির্ব্বাসন করিবার মূলীভূত কারণ হইয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট ১৮০৫ সাল হইতেই সহমরণ রহিত করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধ জন্য এ পর্য্যন্ত উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন না।

কিন্তু এইক্ষণে রামমোহন রায়ের প্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়নে গবর্ণমেণ্টের স্পষ্ট প্রতীত হইল যে সহমরণ নিবারণ করিলে প্রধানতঃ হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয় না। সুতরাং "লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক" যাঁহার নাম হিন্দুমাত্রের হৃদয়মধ্যে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে ও চিরকালেও অবশ্যই থাকিবে, তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজনিয়ম দ্বারা এই অনিষ্টকর প্রথা একবারে রহিত করিয়া দিলেন। এই বিধি প্রচার হইবামাত্রেই ধর্ম্মসভার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহারা সকলে একত্র

হইয়া গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সমক্ষে বহুসংখ্যক আপত্তি উপস্থিত করিলেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ রাজা রামমোহন রায় জীবিত থাকিতে অজ্ঞ লোকের বৃথা আপত্তি গ্রাহ্য হইবার সম্ভব কি? তিনি তাহার অব্যবহিত পরেই অনেকানেক বিদ্বান লোক দ্বারা এক পত্রে সাক্ষর করাইয়া, ঐপ্রথা রহিত করিয়া গবর্ণমেন্ট যে দেশের অনেক উন্নতি সাধনের হেতু করিয়া দিয়াছেন তাহা অকপট-চিত্তে প্রকাশ করিয়া, গবর্ণর জেনেরলকে ভূরিভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সহমরণ নিবারণ এবং বঙ্গদেশের মহিলাগণের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য রামমোহন রায় যদ্রূপ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা লেখনিদ্বারা ব্যক্ত করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই বলা যাইতে পারে।

১৮৩০ সালে "জেনেরল এসেমব্‌লী" নামক বিদ্যালয়ের সংস্থাপক কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনের মানস রামমোহন রায়ের সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। তিনি যদিও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, তত্রাপি বাইবেল শিক্ষাদ্বারা বঙ্গদেশের যে অসাধারণ উপকার হইবে এটি বুঝিতে পারিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের সংস্থাপককে যথোচিত সম্মান পুরঃসর গ্রহণ করত তাঁহাকে সাধ্যানুসারে সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। তৎকালীন বিদ্যালয়ের জন্য অন্য কোন গৃহ প্রাপ্ত না হইবায়, রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির তদুদ্দেশে প্রদান করত স্বীয় বদান্যতা গুণের নিদর্শন প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত

তিনি একাদিক্রমে মাসাধিককাল উক্ত বিদ্যালয়ে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তদীয় বালকবৃন্দকে নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিতে কোনক্রমেই ত্রুটি করেন নাই। "নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক এবং দুঃখ এককালে পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হউক" রামমোহন রায়ের অন্তঃকরণে এই প্রবৃত্তি নিরন্তর জাগরূক থাকিত। তাঁহার সহিত যে ব্যক্তিই বারেক কথোপকথন করিয়াছেন তিনিই তাঁহার সদগুণে একান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহার যশোবিস্তার করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই। কথিত রেবরেণ্ড সাহেব তাঁহার মহদ্গুণে প্রীত হইয়া সতত্ই তাঁহাকে স্নেহ, সম্ভ্রম, ও সহস্র২ সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকিতেন।

রামমোহন রায় বহুদিবস পর্যন্ত বিলাত গমনে অধিক ইচ্ছুক ছিলেন। ইউরোপ মহাখণ্ড, যেস্থানে বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতার প্রভাবে মানবগণ অসাধারণ মহত্ব লাভ করিয়া পৃথ্বীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছেন, সেই স্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার মানস তাঁহার মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিতেন যেস্থানে পদার্থবিদ্যা বৎপরোনাস্তি উন্নতি লাভ করিয়াছে, স্বাধীনতা যেস্থানে আকার-বিশিষ্টা হইয়া বিরাজ করিতেছে, যে দেশ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণের উপকার সাধন করিতেছে, এবং ধর্ম্মগুণের যে ভাগ লক, বেকন, নিউটন, হ্যামডন, ওয়াট, সেক্সপিয়র, মিল্‌টন ইত্যাদি অসংখ্য জনগণের প্রসবিনী হইয়া জগ-

জনকাশ্য। হইয়াছে, এমত স্থান মানব মাত্রেরই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা অতীব কর্ত্তব্য।

সুনির্ম্মল ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করিতে তিনি অহর্নিশি নিযুক্ত থাকায় তাঁহার মানস এপর্য্যন্ত অপূর্ণ ছিল। কি উপায়ে উক্ত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইবে সেই ভাবনাতেই তাঁহার সকল সময় অতিবাহিত হইতেছিল, কিন্তু পরিশেষে যখন তিনি দেখিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সদ্বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেরই আদরণীয় ও গ্রাহ্য হইয়া উঠিল, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া তিনি বিলাত গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আহা! জগদীশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! এমত বোধ হয় যে রামমোহন রায়কে তিনি যেন তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জ্ঞানে তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেন। দিল্লির বাদসাহ নিজ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কোন ভূমিখণ্ডের রাজস্ব প্রাপণাশায় "বোর্ড আব কন্‌ট্রোল" নামক বিচারালয়ে স্বীয় প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বত্ব না থাকা আপত্তিতে বোর্ডের বিচারকগণ তাহা অগ্রাহ্য করেন। এইক্ষণে বাদসাহ ইংলণ্ডেশ্বরের দ্বারা স্বীয় স্বত্ব সাব্যস্ত করণ কারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে কাহাকে নিয়োগ করিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় জ্ঞাত হইয়া তদ্দ্বারা উক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন এই স্থির করিয়া, তাঁহাকে রাজা

নাম প্রদান করত বিলাতে প্রেরণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

রামমোহন রায় বিলাত গমন করিবেন, এই কথা সর্ব্ব সাধারণ মধ্যে প্রচার হইলে, হিন্দুকুল এককালে জলন্তানলবৎ হইয়া উঠিল। তিনি কি মহদুদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া এই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহার সার মর্ম্ম কেহ অনুধাবন করিতে না পারিয়া, কতক কল্পিত এবং উপহাসাস্পদ বিষয় উল্লেখ করত তাঁহাকে অপবাদ দিতে লাগিল। কিন্তু যে মহান ব্যক্তি হিন্দুদিগের তাড়নায় দৃক্‌পাত না করিয়া ধৈর্য্যবলে সে সকল অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি অসাধারণ অধ্যবসায় এবং প্রাণপণ যত্ন সহকারে অভ্রান্ত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পতাকা দেশমধ্যে উড্ডীন করিয়াছেন এবং যিনি ধর্ম্মসভানিঃসৃত শাণিতাস্ত্র সকল স্বীয় সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি যে কুসংস্কারা-শ্রিত হিন্দুদলের কটুকাটব্যে আপন প্রতিজ্ঞা প্রতি-পালনে পরাঙ্মুখ হইবেন এমত কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব ১৮৩০ সালের ১৫ নবে-ম্বর দিবসে “আলবিয়ন” নামা সমুদ্রপোতে আরোহণ করত তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পোষ্যপুত্র রাজারাম রায় এবং রামরত্ন মুখো-পাধ্যায় ও রামহরি মুখোপাধ্যায় নামা অন্য দুইজন কর্ম্মচারী গমন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সমুদ্রযাত্রার সবিশেষ বিবরণ তাঁহার কোন এক সঙ্গিকর্ত্তৃক নিম্নলিখিত মতে বর্ণিত হইয়াছে।

পোতের উপরি রামমোহন রায়ের আহারাদির জন্য

ষ্ট হইয়াছিল, কারণ তিনি তাঁহার কুঠরির মধ্যে পাকাদি করাইয়া সেই স্থানেই আহারাদি করিতেন। সকলের যে স্থানে পাক হয় তথায় তাঁহার পাক হইত না। তাঁহার সহিত একটী মৃন্ময় চুল্লী ছিল। সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে তাঁহার সঙ্গী সকলেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দিবা নিশি পাঠাদি ও মহৎ বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় তাঁহার কোন পীড়াদি হয় নাই। তাঁহার পীড়িত সঙ্গিদিগকে অনেকে পরিত্যাগ করণের উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মাহাত্ম্যগুণে তিনি তাহা করিতে সম্মত হন নাই।

দিবাভাগের অধিকাংশ তিনি সংস্কৃত এবং হিব্রু-ভাষা পাঠেই অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহই প্রাতে এবং সায়ংকালে তিনি পোতোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া জলীয় স্বাস্থ্যকর সমীরণ সেবন এবং জগৎশিল্পীর সুমহৎ কীর্ত্তিকলাপ অবলোকন করিতেন। কখন কখন ধর্ম্ম ও অন্যান্য মহৎ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করণে প্রবৃত্ত হইতেন। আহারান্তে ভোজনাবশেষ সকল স্থানান্তরিত হইলে তিনি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত কথোপকথনে সময় শেষ করিতেন। তাঁহার সচ্চরিত্রে পোতস্থ যাবতীয় লোক এমত বাধ্য হইয়াছিল যে সকলেই তাঁহাকে স্নেহ ও ভক্তি করিবার সুযোগ অপেক্ষা করিয়া থাকিত, এমন কি নাবিকেরা পর্য্যন্ত কি প্রকারে তাঁহার উপকার করিবে এই চিন্তায় ব্যাকুল থাকিত।

অনুকূল-বায়ু কিঞ্চিৎ প্রবল হইবা মাত্রই তিনি অর-

ীয় উপরিভাগে অধিরূঢ় হইয়া সম্যক্ রূপে উত্তুঙ্গ তরঙ্গ বিশিষ্ট কল্লোলিনীবল্লভের আশ্চর্য্য ভীষণমূর্ত্তি অবলোকন করত সর্ব্বশক্তিমান জগৎপিতার অপার করুণারসে আর্দ্র হইতেন। আহা! ধার্ম্মিকলোকদিগের মনোভাণ্ডার কি আশ্চর্য্য সন্তোষ-রত্নে প্রপূরিত থাকে, যে সময়ে সাধারণ জনগণ প্রতিনিশ্বাসে বিপদ আ-শঙ্কা করত অন্তঃকরণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে, তখন তাঁহারা সেই ভয়ের কারণকে জগৎপিতার মহৎ সৃষ্টির এক নিদর্শন জ্ঞানে তাঁহার অসীম শক্তির আলোচনায় বিমলানন্দ সম্ভোগ করেন।

এইরূপে ৫ মাস ২৩ দিবস পথমধ্যে বিগত করিয়া ১৮৩১ সালের ৮ আপ্রেল দিবসে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডের লিবারপুল নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। অস্মদ্দেশে দেশান্তরের কোন অপরিচিত ব্যক্তি আগত হইলে সহসা তাহার থাকিবার স্থানের নিমিত্ত যেরূপ অসুবিধা হয়, ইংলণ্ডে তদ্রূপ নহে। কারণ, তত্রস্থ বৃহৎ নগর এবং প্রায় গ্রামাদিতেও পথিকগণের উপ-কারার্থে পান্থশালাদি নির্ম্মিত আছে। রামমোহন রায় লিবারপুলস্থ এক পান্থশালায় আপাততঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার যশ এবং অসা-ধারণ বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি অগ্রেই প্রচার হইয়াছিল, সুতরাং এইক্ষণে তত্রস্থ সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইলেন।

সর্ব্বপ্রথমে বিখ্যাত উইলিয়ম রস্কো তাঁহার তিন পুত্রকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রেরণ করেন। পূর্ব্বাবধি রামমোহন রায়ের সহিত উক্ত

লিয়ম রস্কোর পরিচয় ছিল, কিন্তু তিনি চারি বৎসর যাবৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত থাকা হেতু কুত্রাপি গমনাগমন করিতে পারিতেন না, কেবল কোমল শয্যাচ্ছাদিত কাষ্ঠাসনে নিরন্তর শয়ান থাকিতেন। সুতরাং তিনি স্বয়ং আসিয়া প্রণয়াস্পদ হিন্দু মিত্রের সহিত চাক্ষুষ করণে অক্ষম হইলেন। এই বিষম রোগে তিনি এবম্প্রকার প্রপীড়িত ছিলেন যে তিনি ৪ বৎসরের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও শয্যা পরিত্যাগ করেন নাই। যৎকালীন রামমোহন রায় ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েন তখন উইলিয়ম সাহেব মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন, সুতরাং তচ্চিকিৎসক কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার বহুকাল যাবৎ প্রণয় থাকাতে চিকিৎসকের উপদেশ অবহেলন করিয়াও তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের সাক্ষাৎসময়ে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে আর্দ্র হইতে হয়। উইলিয়ম নিশ্চয় জ্ঞাত ছিলেন যে অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে করাল কালকবলে পতিত হইয়া সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল যে রাজা রামমোহন রায়ের সহকারিত্বে দেশোন্নতির পক্ষে যথোচিত যত্ন করিবেন, এবং ইংলণ্ডের যাবতীয় সমাজে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবেন। কিন্তু কি কহিব, নির্দয় মৃত্যু, প্রাণিমাত্রেই যাহার দুর্জয় নিয়মের অধীন, ভীষণাকারা পিপাসিত ব্যাঘ্রীর ন্যায়

তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, সুযোগ পাইবা মাত্র তাঁহার কণ্ঠধারণ করিবে। রামমোহন রায়ও তৎপ্রণয়াস্পদের নিমিত্ত অতীব দুঃখিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার লণ্ডননগরে অবস্থিতি সময়ে সম্বাদ পাইলেন যে উইলিয়ম রস্কো পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামমোহন তৎকালীন দোতলার উপরে উইলিয়ম সাহেবের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিলেন তৎকালীন লিবারপুল-নগরের যাবতীয় ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তন্নিম্নভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সকলেই তৎসঙ্গিগণের নিকট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন "এই রাজাটি কোথা হইতে কি উদ্দেশে এ দেশে আগমন করিয়াছেন? ধর্ম্ম এবং রাজনীতি বিষয়ে ইহাঁর কি প্রকার মত? ইহাঁর রীতি চরিত্র এবং ব্যবহার প্রণালী কি প্রকার? তাঁহারা এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রামমোহন রায় বাষ্পাকুল নয়নে এবং মলিনবদনে উপর হইতে আগমন করিলেন। পরে কিঞ্চিৎকালের পর তিনি সুস্থ হইলে তচ্চতুর্দ্দিক বেষ্টিত যাবতীয় ভদ্রজনগণের সহিত নানা বিষয়ে তিনি কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাহারও সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাধান্য বিষয়ে, এবং কাহারো সহিত রাজনীতি ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি প্রধান২ বিষয় লইয়া তিনি কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

তৎপরে তিনি একেশ্বরবাদিগণের সহিত তাঁহাদিগের ভজনালয়ে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদিগের সহযুক্তা প্রকাশ করত তাঁহার আনন্দের

আর সীমা থাকিল না। সমাজ-ভঙ্গ হইলে তিনি সকলের সহিত আলাপাদি করিলেন এবং অনেক অনেক উত্তম২ বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইলেন। এই উপাসনা-মন্দিরে বিখ্যাত মস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তর স্পরজিমের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে এবম্ভূত প্রণয়ের সঞ্চার হইল যে তাঁহারা সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন। রামমোহন রায় যদিও উক্ত ডাক্তরকে অতীব মান্য করিতেন তথাচ তিনি যে বিদ্যাপ্রভাবে খ্যাত ছিলেন তাহার অলীকত্ব সপ্রমাণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ডাক্তর সাহেবকে বলিয়াছিলেন "মস্তত্ত্ব বিদ্যা যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, মহাশয় সেই বিষয়টি অল্পকালের জন্য বিচার করিলেই স্পষ্ট জানিতে পারিবেন যে উক্ত বিদ্যা কোন কালেই যথার্থ নহে" যাহাহউক, তিনি কোন ক্রমেই উক্ত বিদ্যার অযথার্থতা ডাক্তর সাহেবের প্রতীত করিতে পারেন নাই। ডাক্তর সাহেব তাঁহার মস্তকের অনুরূপ চিত্র লইতে তন্নিকটে অভিলাষ প্রকাশ করাতে, তিনি তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু কি কারণে যে তাহা প্রদত্ত হয় নাই তাহা আমরা জ্ঞাত নই। লিবরপুল নগরের অন্য কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সময়ে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহা তাঁহার কোন বন্ধুকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই সকল কথা নিম্নভাগে প্রকাশিত হইল।

রামমোহন রায়ের লিবরপুলে অবস্থিতি সময়ে অনেক ইংরেজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আস-

গমন করিলেন। ইনি অতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে রাজ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিলেন, সুতরাং দুই একটি হিন্দীকথাও বলিতে পারিতেন। রামমোহন রায়ের সমক্ষে উপ-স্থিত হওয়া মাত্রেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোম বাঙ্গালি" "হাঁ, বাঙ্গালি" "তোম বাঙ্গালি কেয়ছা হেয় ছাহেব"। পরে রাজার পোষ্যপুত্র যুবরাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আ ছোকরা, কেতনা বরষ্, কেয়ছা সুরৎ, আচ্ছা হায়" এই প্রণালীর বহুবিধ কুশ্রাব্য কদর্য্যভাষায় কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, যে ব্যক্তির সহিত তিনি হিন্দীভাষায় কথোপকথন ও আলাপ করিতেছেন তিনি ইংরেজীভাষা উত্তম বলিতে পারেন, এমন কি তাঁহা অপেক্ষাও শুদ্ধ বলিয়া থাকেন। আর ভারতবর্ষস্থ জনৈক প্রধান বাদসাহ তাঁহাকে কোন বিশেষ কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভারার্পণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে সাহেব লজ্জিত হইয়া তৎসঙ্গে ইংরেজী ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

রামমোহন রায় লিবারপুলে অধিক কাল অবস্থিতি করেন নাই। তথা হইতে লণ্ডননগরে গমনকালীন ধন, সভ্যতা এবং গুণপ্রভাবে কি মহৎ ফলোৎ-পত্তি হইতে পারে তাহার নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া নয়নের চরিতার্থতা সাধন করিয়াছিলেন। মনোহর পুষ্পোদ্যান-বেষ্টিত অসংখ্য অট্টালিকা, কত কত অশ্ব, যুগ্যযান, পথ, সুদীর্ঘনালী প্রণালী কত শত লৌহসেতু এবং শত শত চক্রশালী শকট

রাজপথ তাঁহার কৌতূহলাক্রান্ত নয়নকে এককালীন পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। তিনি এতাবৎ কীর্ত্তি কলাপ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই সকল সুমহৎ চিত্তরঞ্জক কীর্ত্তি, ইংরেজদিগের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি এবং স্বাভাবিক অধ্যবসায় বলেই হইয়াছে, এই সকল মানসিক গুণবলেই ইংরেজ জাতিরা ধরামণ্ডলে সর্ব্বাগ্রগণ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, ও অবনীতলে বিদ্যাবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, এবং একমাত্র এই সকল গুণাভাবেই আমাদের বঙ্গভূমি দুঃখ এবং দরিদ্রতার আবাস হইয়াছে।

মানচেষ্টার নগরে বস্ত্র বয়নের বৃহৎ২ কলের কুঠি দর্শন করণার্থ তিনি কিয়ৎকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। অত্র স্থলে ইংরেজদিগের শিল্প নৈপুণ্য দর্শনে তাঁহার চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইল। সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকা মধ্যে অসংখ্য শিল্পযন্ত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বোধ হইল যেন তাহারা সকলেই সজীব পদার্থ, সকলেরই গমন-শক্তি আছে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। পরে কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া অবলোকন করিলেন যে শত শত লোক অবিশ্রান্ত আপনাদিগের নিয়মিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তথায় তিনি উপস্থিত হওয়া মাত্রেই কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই একবারে হিন্দু রাজা দর্শনাভিলাষে স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করত তাঁদিকে ধাবমান হইল। তিনি রীত্যনুসারে সকলকেই যথাবিধানে সম্ভাষা করিলেন এবং অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

তদনন্তর উক্ত নগর পরিত্যাগ করত রাজা রজনীযোগে লণ্ডন মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া, নগরের প্রান্তভাগে অতি কদর্য্য এক পান্থশালায় অবস্থিতি করিলেন। ঐ যামিনী এই স্থানেই অতিবাহিত করিতে মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরক্তিজনক দুর্গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ হওয়ায় রাত্রেই তাঁহাকে উক্ত গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইল। তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া অ্যাডেলফি হোটেল নামক প্রসিদ্ধ স্থানে রাত্রি ১০ ঘটিকায় সময় উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে রামমোহন রায়ের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া "জেরিমি বেন্থাম্ নামা সুপ্রসিদ্ধ একেশ্বরবাদী ধর্ম্মযাজক তৎসঙ্গে সাক্ষাৎ করণাভিলাষে আগমন করিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে এই মহাত্মা অদ্বিতীয় ছিলেন, ইংলণ্ডে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে একেশ্বর মত তিনিই প্রথমে প্রচার করেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় সংসারের সমুদয় সুখ জলবিম্ববৎ অনিত্য জ্ঞানে সর্ব্বদা কেবল পরমার্থ চিন্তাতেই নিযুক্ত ছিলেন। কি হেতুতে সর্ব্ব সাধারণ জনগণের দুঃখ হ্রাস হইয়া সুখ বৃদ্ধি হইবে এই চিন্তাতেই তিনি সতত বিকল থাকিতেন। কথিত আছে যে বুদ্ধিগোচরে তিনি যত দিবস জীবিত ছিলেন তাহার প্রত্যেক দিবসেই তিনি লোকের হিতজন্য একটি না একটি কর্ম্ম করিয়াছেন। এক মুহূর্ত্ত কালও তিনি অন্য কোন কর্ম্মে ব্যয় করেন নাই।

আহা! এবম্ভূত মহাত্মা তৎকালীন দ্বাদশ ঘটিকা রাত্রিকালে হোটেলে রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আগমন করিলেন, তখন আর রাজা রামমোহনের সৌভাগ্যের সীমা কি? এই ঘটনাটী স্মরণ হইলেই অনুভব হয় যে ইংলণ্ডের যাবতীয় প্রধান২ ব্যক্তি রামমোহন রায়কে কীদৃশ সম্ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিমান্ বিবেচনা করিতেন। তাঁহারদিগের পরস্পর আলাপে একে অন্যের প্রতি এমত অনুরক্ত হইলেন যে তাহা বলিবার নহে। সতত্তই তাঁহারা উভয়ে একত্র সমাসীন হইয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে জনমাত্রের উপকার সাধন হইতে পারে সেই বিষয় আলোচনা করিতেন।

কোম্পানি বাহাদুর বঙ্গদেশ কি প্রকার রাজনীতি দ্বারা শাসন করিয়া থাকেন এবং তত্রস্থ লোকদিগের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার এই সকল বিষয়ই তাঁহাকে জ্ঞাত করাইতেন। বেন্থাম যথার্থ রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধর্ম্মজ্ঞানে মোহিত হইয়া এক দিবস উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন "রামমোহন রায়! তুমিই ধন্য এবং তুমিই সাধু! দেখ তুমি তেত্রিশ কোটী কাল্পনিক দেব দেবীর দাসত্ব শৃঙ্খলের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মুক্তি ও জ্ঞান প্রদর্শিত ধর্ম্ম মার্গে বিচরণ করিতেছ, মনুষ্যকুলের অবস্থার উন্নতি জন্য তুমি এক অবতারবিশেষ হইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

রামমোহন রায় লণ্ডন মহানগরীতে আগমন করিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষী হইলেন। "রিজেন্ট ষ্ট্রীট" নামক স্থানে তিনি বাসা স্থাপন করিতে করিতেই

তাঁহার বাটীর দ্বার গাড়ি ঘোড়ায় পূর্ণ হইল। ১১ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত যাবতীয় মহৎ২ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সচ্চরিত্র এবং কথোপকথনের সুপ্রণালীতে সকলকেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্ম, রাজনীতি, স্বাধীনতা, এবং সর্ব্ব সাধারণের সুখ-স্বচ্ছন্দ ইত্যাদি প্রধান২ বিষয়ে তাঁহার সদ্বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ভূয়ো ভূয়ঃ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইংলণ্ডের যাবতীয় মহদ্বংশোদ্ভব এবং ধনির ও মানির অগ্রগণ্য ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা এবং গমনাগমন হইতে লাগিল। তত্রস্থ প্রধান২ বিচারপতি এবং কৌন্সলীরাই যে কেবল তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়াছিলেন এমত নহে, গবর্ণর প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি সমাদরের সহিত গ্রহণ করত সম্মান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে সকল সাহেবেরা প্রধান২ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারদিগের সঙ্গ করা দূরে থাকুক, দূরতঃ সেলাম করিতে গেলেও তাঁহারা বিরক্ত হইয়া উঠেন। এমন কি, গৃহের বহির্দেশে পাদুকা স্থাপিত করত অঞ্জলি বন্ধন করিয়া তত্তৎ সম্মুখে উপস্থিত না হইলেই হইতে পারে না। কিন্তু সে সকল সাহেবও এইক্ষণে কি উপায়ে রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এই চিন্তায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। বহুবিধ প্রধান২ ব্যক্তি ভারতবর্ষের অবস্থা, রীতি, নীতি অবগত হই-

নার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। লর্ড ব্রোহম, সার ডবলু হরটন্‌, সার হেনরি ষ্ট্রাচী, সার চার্ল্‌স ফরবস্‌ ইত্যাদি মহামান্য ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার প্রণয় হইয়াছিল।

উল্লিখিত দেশোজ্জ্বল ব্যক্তিগণ ভিন্ন ইংলণ্ডেশ্বরও তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়াছিলেন। সার জে, সি, হব্‌হোউস, যিনি বোর্ড আব কণ্‌ট্রোল নামক মহাসভার একজন সম্ভ্রান্ত সভাপতি ছিলেন, তিনি রাজা রামমোহন রায়কে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলে, রাজপ্রতিনিধিদিগের জন্য যে সকল আসন নির্দ্দিষ্ট আছে, ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে উক্ত আসনে আসীন হইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। "লণ্ডন ব্রিজ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সেতু বন্ধনের পর, তৎপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে এক বৃহৎ ভোজ হয়, ইংলণ্ডের সেই ভোজসমাজে রাজা রামমোহন রায়ের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। "কোর্ট আব ডিরেক্টরস্‌ *" যদ্যপিও তাঁহার পদবী স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন তত্রাপি তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিতে কোন ক্রমেই ক্রটি করেন নাই।

৬ই জুলাই দিবসে লণ্ডন মহানগরীতে "কোর্ট আব ডিরেক্টরের সভারা মহা সমারোহ পূর্ব্বক আর

---

*কোম্পানির রাজ্য সময়ে যাঁহারা মহারাণী হইতে ভারতবর্ষ ইজারা বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, তাঁহারা এক সভা স্থাপন করত একত্রে রাজ্য শাসন করিতেন। সেই সভার নাম কোর্ট আব ডিরেক্টর্স।

একটি প্রধান ভোজ দিয়াছিলেন, তাহাতেও রাজা রামমোহনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে আগমনের তাঁহার যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহা তিনি এইরূপে সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্ম, রাজনীতি-চর্চ্চা, সামাজিক এবং সাহিত্য শাস্ত্র চর্চ্চা বিষয়ে যে কোন সভা হউক না কেন, তাহাতেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। কখন বা তাঁহাকে প্রধান ব্যক্তির বৈঠকখানায়, কখন বা নম্রমতি বিদ্বানের নির্জ্জন গৃহে দৃষ্ট হইত। এতদ্ভিন্ন সচরাচরই তিনি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত থাকিয়া তত্রস্থ সভ্যগণের সুদীর্ঘ ও সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেন। ইংরেজদিগের নানা সম্প্রদায়ের ভজনালয়ে উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মযাজকগণের প্রীতিপূর্ণ ধর্ম্ম বিষয়ক সদ্বক্তৃতা শ্রবণেও তিনি ত্রুটি করেন নাই।

সদ্বিদ্যাবতী এবং সত্যতারূপ অলঙ্কারে বিভূষিতা তত্রত্য যাবতীয় মহিলাদিগের সমাজে তিনি যার পর নাই সুখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র এমত সৎ ও সুশীল ছিল যে তৎপরিচিত যোষাগণ মধ্যে সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। যে ভারতভূমিতে কুলকামিনীগণকে অন্তঃপুরে কারারুদ্ধের ন্যায় আবদ্ধ রাখিবার রীতি আছে এবং যে দেশে নম্রমতি প্রিয়ম্বদা ভামিনীদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত রাখিতে তদ্দেশবাসীরা যত্ন প্রকাশ করেন, রামমোহন রায় সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে ইংলণ্ডের কুলকামিনীগণের শ্রেষ্ঠ-

তা ও অন্যান্য মহৎ গুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ হইয়াছিলেন এমত নহে, বরং সততই তাঁহাদিগের গুণ, ধর্ম্ম ও মহত্ত্বের প্রশংসাবাদ করিতেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন "আমার ভ্রমণের সবিস্তর বৃত্তান্ত প্রকটন করিয়া আমি কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিব, তন্মধ্যে যেই বিষয় লোক সমূহের জানিবার ও আমার লিপি করণের উপযুক্ত বোধ হয় তাহা লিখিতে হইবে; বিশেষতঃ ইংলণ্ডবাসীগণের অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্নতা, রীতি নীতি এবং ইউরোপীয় মহিলাগণের অনির্ব্বচনীয় গুণের ব্যাখ্যা ও মহীয়সী ধর্ম্মের প্রশংসাও অবিকল লিখিতে ত্রুটি করিব না"।

রামমোহন রায় ইংলণ্ডের জ্ঞানীদিগের সমাজ দৃষ্টেই যে কেবল পুলকিত হইয়াছিলেন এমত নহে, ধর্ম্মে প্রগাঢ়প্রীতি ও সুনিষ্ঠা-বিশিষ্ট সুসভ্য ধর্ম্মযাজকদিগের সমাজেও যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজকেরা ভারতবর্ষে যে অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করিয়া এবং অনেক শারীরিক সুখে ইচ্ছাপূর্ব্বক জলাঞ্জলি দিয়া তদ্দেশস্থ অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানবমণ্ডলীর শারীরিক ও মানসিক উপকার করিতে অতীব যত্ন প্রকাশ করেন এবং যে উপায় দ্বারাই ভারতভূমির জনগণের উত্তমাবস্থা হইতে পারে, সেই উপায় অতীব ব্যগ্র চিত্তে অবলম্বন করেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের উপকারক বলিয়াই হউক, ও মহৎ প্রকৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানেই হউক, তিনি তাঁহাদিগকে অতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও আন্তরিক প্রেমের সহিত প্রীতি করিতেন।

তিনি বলিয়াছিলেন "আমি যদ্যপি সপরিবারে ইংলণ্ডে বাস করি, তবে আমার পরিবারস্থ সকলকে অন্যান্য সকল সমাজ পরিত্যাগে কেবল পরমধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজকদিগের সমাজেই পরিচিত করিয়া দিব, এবং তাঁহাদিগের উপরেই আমি আন্তরিক প্রেম স্থাপন করিব। ইহাঁরা আমার প্রতি এতদ্রূপ দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন যে, সময়েই আমার বোধ হয় আমি যেন স্বদেশস্থ বন্ধুবান্ধবদিগের দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি।

এই সময়েই কোম্পানি বাহাদুর ভারতবর্ষের ইজারার সময় বৃদ্ধি করিবার প্রার্থনায় পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় আবেদনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তদুত্তরে পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায়, তাঁহারা ভারতবর্ষে সুপ্রণালীতে শাসন করিতেছেন কি না, তাহার প্রমাণ দর্শাইবার অনুজ্ঞা করাতে, যাবতীয় ইংরেজ ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন, অর্থাৎ জজ, মেজেষ্টর, কালেক্টর, কমিসনর, মুক্সম্পর্কীয় সকল কর্ম্মচারী, নীলকর, বণিক ইত্যাদি সকলেই পার্লিয়ামেন্টে তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। পরে হাউস আব কমন্সে, রাজা রামমোহন রায়কে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

ভারতবর্ষের সমুদায় অবস্থা তিনি উত্তম রূপে অবগত এবং সকল বিষয়ে তাঁহার বহুদর্শিত্ব থাকায় এবিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য পার্লিয়ামেন্ট সমাজে অতীব আদরণীয় এবং গ্রাহ্য হইল। তিনি যে সকল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা তদবধি এক পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্ট হইতে তাঁহার প্রতি যে সকল প্রশ্ন হইয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীতে যে যে অশুভকর নিয়ম আছে তাহাই যে তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন এমত নহে, কি কি উপায়ে তাহা সংশোধিত হইতে পারে তাহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাতে কোম্পানি বাহাদুরের কোন দোষ সাব্যস্ত হয় নাই, কিন্তু স্বদেশের লোকসমূহের প্রতি তাঁহার যে অত্যন্ত প্রীতি আছে এবং তাহাদিগের উন্নতি পক্ষে তাঁহার যে বিশেষ যত্ন আছে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছিল। ভারতবর্ষস্থ প্রজাবৃন্দ যে অতীব দীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে এবং তাহারা যে ভয়ানক যাতনা যন্ত্রে পীড়িত হইতেছে, তাহা তিনি বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

রাজনীতি বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের মত অতীব উত্তম ছিল। সামাজিক অবস্থা বিষয়ে সকল লোকেই সমতুল্য হউক এটি তাঁহার অভিমত ছিল বটে, কিন্তু লোকসমাজে পর্য্যায় ক্রমে যেরূপ পদবী বর্ত্তমান আছে তাহা এককালীন রহিত হউক তাঁহার এরূপ মানস ছিল না। যৌবনাবস্থায় তিনি ইংরেজদিগের শাসনে অতি বিদ্বেষ করিতেন, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাঁহাদিগের বিষয় তিনি যতই জানিতে আরম্ভ করিলেন এবং দুরাত্মা যবনদিগের শাসন-প্রণালীর সহিত তাঁহাদিগের শাসন-প্রণালী যতই তুলনা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ কম হইতে লাগিল; পরিশেষে সকল দ্বেষ দূর হইয়া সর্ব্বপ্রকারেই তিনি তাঁহারদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী

হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতেন যে পরম দয়াবান্ জগদীশ্বরের কৃপাবলেই ভারতবর্ষ যবনদিগের হস্ত-হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ইংরেজদিগের অধীন হইয়াছে। ইংরেজদিগের শাসনপ্রণালীতে অনেক দোষ ছিল, এটি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম সত্ত্বেও তিনি সেই সময়ের রাজনীতি নিবন্ধন যে সহস্র সুখোৎপত্তি হইত তজ্জন্যই তাঁহারদিগের যৎপরোনাস্তি ধন্যবাদ করিতেন, এবং সকল অন্তঃকরণের সহিত তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতেন। তিনি আরো জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন যে ইংরেজেরাই ভারতবর্ষের আধিপত্য-পদে অধিকৃত থাকেন। যে হেতুক তাঁহাদিগের প্রসাদাৎ ভারতবর্ষের লোকেরা সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতেছে।

রামমোহন রায় অত্যন্ত সৎসাহস বিশিষ্ট ছিলেন। ধর্ম্ম এবং অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেই স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারে, এটি তাঁহার নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে স্বাধীনতা যে সর্ব্ব-লোকপ্রিয় হইয়াছে তাহা তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নিরীক্ষণ করিতেন এবং যেমতে তাঁহার জন্ম-ভূমিতেও ঐরূপ হইতে পারে তাহার যথোপযুক্ত যত্ন করিতেন। যৎকালে স্পেনদেশে বর্ত্তমান রাজ্য-শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হয় তৎকালীন এই শুভঘটনা উপলক্ষে, তাঁহাদিগের সন্তুষ্টি প্রকাশার্থে তাঁহাদিগের অনেকই ইউরোপীয় বন্ধুগণকে তিনি এবং সুবিখ্যাত দ্বারিকানাথ ঠাকুর একটি বড় খানা দিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীযুক্ত আডেম সাহেবের শাসন সময়ে উক্ত গবর্ণর সাহেব

"কলিকাতা জেনরল" নামক সম্বাদপত্রিকা রহিত করিয়া তৎসম্পাদককে দেশবহিষ্কৃত করণে, রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের যন্ত্রালয়ের স্বাধীনতা প্রার্থনায় স্বয়ং বিলাতে আপীল করিয়াছিলেন।

তাঁহার ইংলণ্ডে অবস্থিতি সময়ে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার উভয় "টোরি" এবং "হুইগ" সম্প্রদায়ের সভাগণের সহিতই তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। ইঁহাদিগের প্রণয়ভাজন হইয়া যে তিনি কেবল আপনার সম্মানবর্দ্ধন করিয়াছিলেন এমত নহে, তাঁহাদিগের দেশেরও অত্যন্ত উপকার সাধন করিয়াছিলেন। এমত কথিত আছে যে লিপিলিখিত মহাসভাতে ভারতবর্ষের শুভকর কোন নিয়ম সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এক পত্রানুরোধে "হুইগ" কিম্বা টোরিদিগের নিরাপত্তিতে উক্ত নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল।

১৮৩২ সালের শরৎকালে রাজা রামমোহন রায় ফ্রান্সদেশ দর্শনার্থ গমন করেন। তত্রস্থ অধিরাজ লুইস্ ফিলিপ তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর ও শ্রদ্ধা করত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং দুই দিবস তাঁহাকে স্বীয়-ভবনে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া এক সঙ্গে পানাহার করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের যাবতীয় রাজনীতি-বিশারদ ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ সালের প্রথমে তিনি ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে পুনরাগমন করিয়া ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের ভ্রাতৃদ্বয় "জন এবং জোজেফ হেয়ার সাহেবের" বাটীতে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমনের সময়েই তিনি রুগ্ন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই তাঁহার পিত্ত-শ্লেষ্মার পীড়া ছিল, এইক্ষণে ইউরোপের জলবায়ুর প্রভাবে তাহা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। সেপ্টেম্বর (অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন) মাসের আদিতে তিনি শরীরের এই অবস্থাতেই ষ্টেপলটন ক্রীড়া-কাননে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করার মানসে ব্রিশটল নগরে গমন করিলেন। তাঁহার অভিলাষ ছিল যে তত্রস্থ দুরন্ত পরাক্রমবিশিষ্ট শীত ঋতুতে তিনি ফ্রিন-শায়ার নগরে বাস করেন।

ব্রিশটল নগরে আসিবার নয় দিবস পরেই তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। ডাক্তর পিলকার্ড এবং কেরিক সাহেবদ্বয় অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ঔষধে তাঁহার পীড়ার বিশেষ উপকার দর্শিল না। পরে জ্বর ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইল। ভয়ানক জ্বর-জ্বালায় তিনি প্রায় সততই জ্ঞান-শূন্য হইয়া থাকিতেন। পরে ২৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্ণ ২ ঘটিকা ১৫ মিনিটের পর, ৬০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি মানবলীলা সংবরণ করত, মাতা বঙ্গভূমিকে এককালে চিরদুঃখে দুঃখিত করিলেন। যাঁহাকে প্রসব করিয়া ভারতভূমি ধন্যা ও ধরামণ্ডলবিখ্যাতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা মৃত্যুর করালকবলে কবলিত হইয়া মানবজন্মের অনিত্যতার এক দিব্য নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন।

আহা! মৃত্যুর কি প্রবল শাসন! কি জগজ্জন হিতকারী পরমধার্ম্মিক, কি লোকপীড়ক ঘোরপাপী কি

জ্ঞানরত্ন-বিভূষিত সাধুবান, কি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন নিরক্ষর, কি মনোহর রূপলাবণ্য-বিশিষ্ট যুবক, কি লোলচর্ম্ম-বিশিষ্ট অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, সকলেই মৃত্যুর দুর্জ্জয় নিয়মের অধীন। যিনি দিন যামিনী কেবল স্বদেশের হিতচিন্তায় অতিবাহিত করিতেন এবং যিনি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করত মানবজাতির একমাত্র মুক্তির কারণ পরমপবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ধার করিয়া, মনুষ্য মাত্রেরই যারপর নাই উপকার সাধন করিয়াছেন, তিনিও মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন। ইহা যথার্থ বটে, যে তিনি অকালে এই বঙ্গভূমি পৃথিবী পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু মানব-মনের এরূপ স্বভাব যে যদ্দ্বারা বহুপরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হয় তাহাকে এককালীন চিরজীবী দেখিতেই অভিলাষ করে। সুতরাং রামমোহন রায়, যাঁহা হইতে বঙ্গভূমি অসংখ্য মহৎ২ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং শত২ বৎসর কীর্ত্তন করিলেও যাঁহার গুণ শেষ হইবার নয়, তাঁহাকে মৃত্যুর শাসনের বহির্ভূত করিতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিমাত্রেই যে প্রয়াসী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সেই দেশহিতৈষী মহানুভব দীর্ঘজীবী হইলে যে দেশের কত মঙ্গল সাধন করিতেন তাহা গণনা করিয়া কে শেষ করিতে পারে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অচিরেই তাঁহাকে ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিতে হইবে। তিনি পীড়িতাবস্থায় থাকা কালীন আর কাহারো

সহিত বিশেষ কথোপকথন করেন নাই, সকল সময়েই কেবল প্রগাঢ় প্রীতি সহকারে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে তুষ্ট হইতেন। তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন পরমেশ্বর চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রসন্ন বদনমণ্ডল দর্শনেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছিল।

তিনি যৎকালে বিলাত যাত্রা করেন তাহার পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিয়াছিলেন যে "আমার মৃত্যু হইলে হিন্দু, মুসলমান, এবং খ্রিষ্টান, এ তিন সম্প্রদায়েই আমাকে স্ব স্ব শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রচার করিবে, কিন্তু আমি কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত নহি।" তিনি যাহা বলিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা লইয়া বিরোধ হইতে লাগিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহাকে তত্তৎ ধর্ম্মাবলম্বী প্রমাণ করিবার জন্য কারণ দর্শাইতে লাগিল। তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এই বলিয়া হিন্দুরা বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। এবং খ্রিষ্টানধর্ম্মাবলম্বিরা তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন বলিয়া নিদর্শন প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করিলেন না। কি আশ্চর্য্য, খ্রিষ্টানদিগের মধ্যেও আবার বিবাদ উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান যাঁহারা আছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিলেন যে রামমোহন রায় তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং অন্যপ্রকার খ্রিষ্টানেরা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন যে তিনি তাহাদিগের মতাবলম্বীই ছিলেন। বেদান্তিকেরা বলিতে লাগিলেন যে, যে যাহাই বলুক না কেন রামমোহন রায় বেদান্তকে ঈশ্বর-

বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহার সন্দেহমাত্র নাই এবং মুসলমানেরা মুক্তচিত্তে ব্যক্ত করিতেন যে কোরা-ণেই রামমোহন রায়ের সম্যক্ বিশ্বাস ছিল, অন্য কোন ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। যাবতীয় সম্প্র-দায়ের লোকেরাই যে রামমোহন রায়কে স্ব স্ব মতাব-লম্বী বলিত তাহার যথেষ্ট কারণ আছে তাহা সকলে-রই স্বীকার্য্য বটে। তাঁহার ইংলণ্ডে অবস্থিতি সময়ে তিনি সদা সর্ব্বদা খ্রীষ্টানদিগের উপাসনা-মন্দিরে আসীন হইয়া ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করত ধর্ম্মযাজক-দিগকে প্রশংসা করিতেন বিধায় খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে খ্রীষ্টান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বেদান্ত শিক্ষা করিয়া তিনি উক্ত শাস্ত্রকে অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন এবং উহা যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার হইতে পারে তাহার যত্ন করিতেন, এজন্য বেদান্তিকেরা নিশ্চিত বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় বেদা-ন্তিক ছিলেন। কোরাণের মধ্যে অনেকং উত্তম মত আছে সেই সকল তিনি পাঠ করত কোরাণকে অতি উত্তম পুস্তক বলিয়া সচরাচরই তাহা ব্যাখ্যা করিতেন, সুতরাং মুসলমানেরা রামমোহন রায়ের মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকার পক্ষে আর সন্দেহমাত্র করেন নাই। ফলতঃ রামমোহন রায় যে মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না তাহার প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বাহুল্য মাত্র। তিনি যে একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টান কি বেদান্তিক ছিলেন না তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে এইক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য যে তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? ইহার প্রত্যুত্তরে মুক্তকণ্ঠে

বলা যাইতে পারে যে তিনি ব্রাহ্ম অর্থাৎ তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নিম্ন লিখিত যে কএকটী কারণ প্রদর্শিত হইল তাহাতে নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইবে যে তিনি কি বেদান্তিক, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি মুসলমান, ইহার কিছুই ছিলেন না। তিনি নিঃসংশয় ব্রাহ্ম ছিলেন।

প্রথমতঃ।—রামমোহন রায়ের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ক্ষমতার বিষয় বিবেচনা করিলে, তিনি যে কতকগুলি রূপকাদি পরিপূর্ণ পুরাতন পুস্তক পরমেশ্বর-প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন, ইহা সহসা স্বীকার করা সুকঠিন কর্ম্ম। বরং মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রণীত পুস্তকপরম্পরা পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিপরীত পক্ষই সঙ্গত বোধ হয়। তাঁহার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয় হয় তিনি বহুদেশের বহুগ্রন্থ অনুশীলন করিয়া আপনার অসামান্য বুদ্ধিবলে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কারণ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিরাকার, পরমেশ্বরই মানবজাতির উপাস্য পদার্থ, তিনিই তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের অদ্বিতীয় কারণ, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বমাত্রই তাঁহার প্রণীত একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ, এবং এই অতি প্রগাঢ় অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপ মহাসিন্ধু মন্থন করিয়া যে কিছু জ্ঞানরত্ন উদ্ধার করা যায়, তাহাই আমাদিগের কল্যাণ-ধনাগারের অত্যুত্তম পরিহারের একমাত্র উপায়। তিনি আপনি ঐ পরমধর্ম্মরূপ অমূল্য নিধি উপার্জ্জন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং মানবজাতির ঘোরতর অজ্ঞানতিমির

দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদিগের পরিত্রাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আবহমান কাল যাহাদের অসত্যকে সত্য, অচেতনকে সচেতন, ও ভ্রান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস আছে তাহারা যে সহসা তাঁহার কথায় বিশ্বাস রাখিয়া, অথবা শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পবিত্র পথের পথিক হইবে ইহা কদাচ সম্ভব নহে। যাহারা পরম্পরাগত ধর্ম্মশাস্ত্রের, ও হৃদয়-নিহিত কুসংস্কার মাত্রের নিতান্ত অনুগত হইয়া চলে, এবং পূর্ব্বতন শাস্ত্রপ্রচারক ও ধর্ম্মপ্রযোজকদিগকে ঈশ্বরবৎ পরিত্রাণ-কর্ত্তা ও তাহাদের বাক্য অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া প্রত্যয় যায়, অশাস্ত্রসম্মত যুক্তির বল স্বীকার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাদিগের স্বকীয় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ সঙ্কলন করিয়া, স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যেমন হিন্দুদিগের সহিত বিচারের সময়ে বেদ বেদান্তাদির বচন গ্রহণ করিতেন, সেইরূপ মুসলমানদিগের সহিত বিচারের সময়ে কোরানের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, এবং খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত বিচারের সময়ে বাইবেল শাস্ত্রকে সাক্ষী বলিয়া মান্য করিতেন। যদি তাঁহাকে বৈদান্তিক অথবা সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কোরান ও বাইবেল মতাবলম্বী বলিয়াও অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হয়। শুনা গিয়াছে তিনি জীবদ্দশায় বন্ধু বিশেষকে কহিয়াছিলেন আমার মৃত্যুর পর হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টীয় তিন সম্প্রদায়েই

আমাকে স্ব স্ব শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রত্যয় যাইবে, কিন্তু আমি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নাহি। তাঁহার এই সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাক্য অবিকল সফল হইয়াছে। তাঁহার লোকান্তর গমনান্তে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বেদানুগামী ব্রহ্মজ্ঞানী, মুসলমানেরা কোরাণ-বিশ্বাসী মুসলমান, এবং খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ীরা খ্রিষ্টধর্ম-মতাবলম্বী খ্রিষ্টান বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল। যদিও তিনি ঐ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ, অনুপম গুণাবলী ও মঙ্গলকর নিয়মপ্রণালী বিষয়ক বহুতর বচন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তিনি না হিন্দু না মুসলমান, না খ্রিষ্টান, কোন শাস্ত্রকে পরমেশ্বরপ্রণীত অভ্রান্ত আপ্তবাক্য জ্ঞান করিতেন না। সুতরাং কোন শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক মতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি নিত্য, নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, নিখিল বিশ্বেশ্বর, পরমেশ্বরকেই একমাত্র উপাস্য পদার্থ বলিয়া, এবং বিশ্বরূপ বিশাল পুস্তকমাত্রই তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া, প্রত্যয় করিতেন। যে দেশের যে জাতির যে শাস্ত্রে এই পরম পরিশুদ্ধ মতের প্রতিপোষক বচন দর্শন করিতেন তাহাই সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিতেন। তিনি যেমন বেদ বেদান্তাদি মন্থন করিয়া ব্রহ্মবোধ-প্রতিপাদক পবিত্র বাক্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার খ্রিষ্টীয় শাস্ত্রেরও সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্রাহ্মসমাজে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য শ্রবণ ও মনন করিয়া পরমেশ্বরের

উপাসনা করিতেন, সেইরূপ আবার একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দিরে উপবেশন পূর্ব্বক বাইবেল শাস্ত্রের অন্তর্গত পরমেশ্বরপ্রতিপাদক বচন সমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ।—তিনি যে সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী, নিরবচ্ছিন্ন যুক্তিপথাবলম্বী, একেশ্বরবাদী ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীড নামক লেখাপত্র তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। তিনি যে উৎকৃষ্টতর অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন তাহা শাস্ত্রবিশেষের অনুগামী, একতর পক্ষপাতী, দলবদ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্মত ভজনা মন্দির নহে। তিনি ঐ লেখাপত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন সকল দেশীয় সকল জাতীয় সকল প্রকার লোকেই এই সমাজে সম্মিলিত হইয়া বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্ব-পাতা, নিত্য, নির্বিকার, অপরিমিত স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি এখানে বাস্তবিক বা কাল্পনিক কোন জীব ও পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া আরাধনা করিতে সমর্থ হইবেন না, এবং যেরূপ ধ্যান ব্যাখ্যানাদির দ্বারা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতার ধ্যান-ধারণা বৃদ্ধি হয় এবং দান দয়াদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রস্তাবাদি এই সমাজে পঠিত ও উল্লিখিত হইবে না। এতাবন্মাত্র ঐ লেখাপত্রে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার বিধি নাই। তাহাতে বৈদান্তিক মতানুসারে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সাধন করিবারও

বিধান নাই, খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের মতানুসারে মানব-বিশেষকে পরমেশ্বর বলিয়া অর্চনা করিবারও নিয়ম নাই, এবং মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুসারে একমাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ সহকারে মহম্মদের নাম উল্লেখ করিবারও নির্দেশ নাই।* যে সমস্ত ধর্মবিষয়ক বিশুদ্ধ তত্ত্ব উল্লিখিত সমুদয় উপাসক সম্প্রদায়েরই স্বীকার্য ও গ্রাহ্য, তাহাই রামমোহন রায়ের অভিপ্রেত ছিল। তাঁহার সময়ে যেমন ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য মহাশয়েরা উপনিষদাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের আবৃত্তি ও অর্থাদি করিয়া পরমেশ্বরের আরা-ধনায় প্রবৃত্ত হইতেন, সেইরূপ আবার হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয়েরাও কখন কখন ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ভাষায় স্তুতি পাঠ করিয়া, জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতেন। কোন প্রচলিত শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া যাঁহার যথার্থ বিশ্বাস আছে, উল্লিখিত অভিপ্রায় ও উল্লিখিত অনুষ্ঠান তাঁহার প্রকৃতরূপ অভিমত হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে। অতএব রামমোহন রায় না হিন্দু, না খ্রিষ্টান, না মুসলমান, তিনি কোন শাস্ত্রকেই সংশয়শূন্য ভ্রান্তি-বিহীন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

তৃতীয়তঃ।—রামমোহন রায় আপনার অভিপ্রায় গোপন রাখেন নাই। প্রত্যুত এতাদৃশ সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, যে কাহারো সংশয় হইবার বিষয় নহে। এতদ্দেশীয় লোকদিগকে সংস্কৃত কিম্বা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য, এই বিষয় লইয়া যে সময়ে রাজপুরুষেরা আন্দোলন করিতেছি-

লেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের তৎকালবর্ত্তী শাসন-কর্ত্তাকে এক পত্র লিখিয়া এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সেই পত্রে ইংলণ্ডীয় ভাষায় অশেষবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া, বেদান্তাদি কতিপয় শাস্ত্রের কাল্পনিক মতের অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত নানাপ্রকার অসৎকল্পিত ভাবে পরিপূর্ণ; অতএব তৎসমুদায়ের অধ্যয়নে তাদৃশ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি আরো বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, পরমাত্ম-স্বরূপের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কি, জীবাত্মা কিরূপে পরমাত্মাতে লয় পায়, বেদমন্ত্রের স্বরূপ ও শক্তিই বা কি প্রকার, বেদান্ত শাস্ত্রের আবৃত্তি করিলে যে ছাগ-বধ-জনিত পাপের ধ্বংস হয় ইহার কারণ কি, এই সমস্ত বেদান্ত ও মীমাংসা ঘটিত বিষয়ের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে প্রকৃতরূপ জ্ঞান ও উপকার উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বাস্তবিক সত্তা নাই, যে সমস্ত বস্তু সৎপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সমুদায়ই অসৎপদার্থ; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পরিজনবর্গও ঐরূপ অসৎ বস্তু, অতএব তাহারা স্নেহ ও মমতার পাত্র নহে, তাহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমের বহির্ভূত হইতে পারিলেই মঙ্গল, এই সমুদয় বৈদান্তিক মত শিক্ষা করিলে, ছাত্রেরা গৃহধর্ম্ম ও সামাজিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে কদাচ সুপারক হইবে না। এই সমস্ত সদভিপ্রায় রামমোহন রায়ের

নিজ লেখনির মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। উল্লিখিত শাস্ত্র সমুদায়কে পরম পুরুষার্থ সাধক ভ্রান্তিবর্জ্জিত বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে ঐ সকল সুযুক্তি-সম্পন্ন সদ্বাক্য তাঁহার রসনা হইতে কদাচ নিঃসৃত হইত না।

চতুর্থতঃ।—তিনি বেদান্তাদি কতিপয় হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে উল্লিখিত পত্রে যেরূপ সুস্পষ্ট সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; কোরান, ও বাইবেল প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রবিষয়ে তদনুরূপ অনাস্থা-সূচক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। তাঁহাদের সে কৌতূহলও চরিতার্থ হইবার উপায় আছে। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে মতামত লইয়া লোকসমাজে বাদানুবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়া তদ্বিষয়ে পারসীক ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের নাম "তোহফতুলমোহদীন"। উহার অর্থ, একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার। বাস্তবিক উহা অমূল্য উপহারই বটে। ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে তাঁহার মতামত বিষয়ে কাহারো আর সংশয় থাকা সম্ভব নহে। তিনি, ঐ পুস্তকে একমাত্রস্বরূপ পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত শাস্ত্রের শিরে এতাদৃশ দণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন যে তদীয় যাতনা হইতে তাহাদিগের পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। তিনি উহাতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভ্রান্তস্বভাব ধর্ম্ম-প্রযোজকেরা দেশবিশেষে, কাল-বিশেষে, শাস্ত্র-বিশেষ কল্পনা

করিয়াছেন, আপনাদের স্বার্থসাধন ও আপন ধর্ম্মের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য দেব দেব্যাদি ঘটিত উপাখ্যানাদি রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব লোক সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে না, তাহা ঐশী শক্তি সম্পন্ন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং কার্য্যকারণ প্রণালীর স্বরূপ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ ও প্রতিপাদন না করিয়া অশেষবিধ কুসংস্কার পাশে লোক-সাধারণকে বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ঐ অমূল্য গ্রন্থে ধর্ম্ম-প্রযোজকদিগের অলোক-সামান্য জ্ঞানোৎপত্তির ও পরমেশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অলীকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং পূর্ব্ব পরম্পরার অনুগত হইয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার অবলম্বন করা যে অজ্ঞানের অংশ ও অনর্থের মূল, তাহাও সুস্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে, ভূমণ্ডলে যে সকল শাস্ত্র পরমেশ্বর প্রণীত বা আপ্তকথিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সমুদায়ই ভ্রম ও প্রমাদে পরিপূর্ণ, এবং যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচারক আপনাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত বা তাঁহার অসাধারণ অনুগ্রহপাত্র বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত প্রমাদী বা প্রবঞ্চক। তাঁহার মতানুসারে, যিনি আপনাকে অলৌকিক-শক্তি সম্পন্ন পুরুষ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনি প্রতারক তাহার সংশয় নাই। এবং যিনি পরমেশ্বরকে মানববৎ রাগ-দ্বেষাদি বিশিষ্ট ও কোন সৃষ্ট পদার্থকে ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি অন্ধকারে আবৃত তাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার মতানুসারে বিশ্বরূপ বিশাল

শাস্ত্রই পরমেশ্বর-প্রণীত অবিনশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্র। তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত শাস্ত্রই মানবজাতির মনঃকল্পিত, ভ্রম প্রমাদে পরিপূরিত এবং অসম্পূর্ণ-নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল। অগ্নিময় দিবাকর আমাদের শাস্ত্র. সুধাময় নিশাকর আমাদের শাস্ত্র. হীরকবৎ তারকামালাও আমাদের শাস্ত্র, এক একটি উপবন এক এক খানি পরমসুন্দর আদর্শ গ্রন্থস্বরূপ। এক একটি উদ্যান, বহুবর্ণ নবীন পত্র সেই গ্রন্থের এক একটি পরম শোভাকর পত্র স্বরূপ। বনবিহারী মৃগগণ ও শাখারূঢ় বিহঙ্গ দলের সুকৌশল-সম্পন্ন মনোহর শরীরই এক এক ধর্ম্ম শাস্ত্র। আমাদিগের আপন শরীরই আমাদিগের এক এক পরম শাস্ত্র স্বরূপ। যে নক্ষত্রের আলোকে [illegible] কিরণপুঞ্জ পৃথিবীমণ্ডলে উপনীত হইতে অনেক বৎসর অতীত হয়, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। আবার যে অতি সূক্ষ্ম [illegible] আমাদিগের জ্ঞান-[illegible], তাহাও আমাদের শাস্ত্র। [illegible] আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। মহাত্মা রামমোহন রায় এই [illegible] শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া যে ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, তাহাই আমাদিগের প্রতিপাল্য ও তাহাই আমাদিগের প্রচার করা কর্ত্তব্য। সে ধর্ম্ম এই, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কর্ত্তা, একমাত্র অনন্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সকল মঙ্গলালয় সর্ব্বাবয়ব বিবর্জ্জিত, বিচিত্র শক্তিমান্ এবং অপরিচ্ছেদ্য ও অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ পরমেশ্বরই মানবজাতির পরম ভক্তি-ভাজন আরাধ্য

তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ছিল যে মনুষ্যমনে যে সকল ভাবের উদয় হইতে পারে তন্মধ্যে সর্ব্বাদি কারণ অনন্তজ্ঞান-বিশিষ্ট জগৎপাতার ভাবই সর্ব্ব-প্রধান। এই ভাব ক্রমে বর্দ্ধিত করণই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান তাৎপর্য্য। জগতীতলে অন্যান্য বিষয়ের যে জ্ঞান লাভকরা যায় তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে এককালীন ক্ষুদ্রতম, এমন কি এককালীন অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্যের মহত্ত্ব প্রকাশ এবং একমাত্র এই জ্ঞানই ঐহিক ও পারত্রিক সুখের উৎস স্বরূপ। রামমোহন রায় নিশ্চিত বোধ করিতেন যে এই সংস্কারটি স্বদেশীয় তমসাচ্ছন্ন ভ্রাতৃবর্গের মনঃক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে বপন করিবার কারণই তিনি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কোন আন্তরিক বন্ধু তাঁহার বিষয়ে যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা নিম্নভাগে প্রকটিত হইল।

"তাঁহার বয়ঃক্রম যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই এই সংস্কারটি তাঁহার মনে দৃঢ়ীভূত হইল যে মনুষ্যসমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত ধর্ম্মই একমাত্র উপায় এবং ধর্ম্ম বিরহে জনসমাজে নানাপ্রকার বিষময় ফলোৎপত্তি হয়। তাঁহার জীবন সময়ে কলিকাতা নগরীতে এক নব্য সম্প্রদায় উপস্থিত হয়। ইহঁাদিগের চরিত্র দর্শনে তিনি এককালীন বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। অনেক সুশিক্ষিত গুণবান ও বহুসংখ্যক নিরক্ষর যুবকেরা এই দলভুক্ত ছিলেন। পরে অনেক গুলিন ফিরিঙ্গী আসিয়া এই দলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। উত্তম গ্রন্থ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রাদি পাঠ করত স্বজাতীয়

পৌত্তলিক ধর্ম্মে এই সম্প্রদায়ের আস্থা ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহারা উক্ত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অন্য কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। প্রাচীন সম্প্রদায়ী পৌত্তলিক হিন্দুগণকে তিনি ইহাদিগের অপেক্ষা অত্যন্ত প্রশংসিত ও নির্দ্দোষী স্বীকার করিতেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অবনীতলে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা নাস্তিক দ্বারা সম্পন্ন হইতে না পারে।"

আহা, মহাত্মা রামমোহন দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহাদিগহইতে প্রতিক্ষণেই অনিষ্ট শঙ্কা করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর এপর্য্যন্ত তাহাদিগের সংখ্যা এককালীন অসংখ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সর্ব্ব-ধর্ম্ম বিনাশক যুবকদলে হিন্দুজাতিমধ্যে প্রধান দুই জাতি করিয়া তুলিয়াছেন। এক ভাগের লোকেরা কালী দুর্গা ইত্যাদির পূজা করিতেছেন, অন্য ভাগের যুবকদল নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন। একদল তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেছেন, অন্য দল একটিরও অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেছেন না। এক দলের লোকেরা নিশ্চয় প্রত্যয় করিতেছেন যে পৃথিবী অসংখ্য দেব দেব্যাদির দ্বারা শাসিত হইতেছে, অন্য দলে বুঝিয়া বসিয়াছেন যে জগতের শাসনকর্ত্তা কেহই নাই। হায় হায়, কি দুঃখের ব্যাপার যে ইহারা অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াও ধর্ম্মপথের পান্থ হওত মানবজন্ম সার্থক করিতে এমত শিথিল! বিদ্যার ও নানাবিধ বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কি এই ফল দর্শিল? ইহাতে কি কোন প্রকার মঙ্গল হইতেছে? ইহা স্বীকার্য্য বটে, যে এতন্মধ্যে অনেকেই

বলিয়া থাকেন তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, কিন্তু সেটি শুদ্ধ কেবল মৌখিক, আন্তরিক নয়, তাঁহাদিগের কার্য্যদ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। অনেকে ব্যক্ত করেন যে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিয়া স্বাধীনতার আস্বাদ করিতেছেন, কিন্তু স্বাধীনতার যে কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। সুতরাং ইঁহারা নাস্তিক ব্যতীত অন্য কি নামে অভিহিত হইতে পারেন।

যাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্মাক্রান্ত হিন্দুদের আপত্তির অন্য, ও রামমোহন রায় যে একেশ্বরবাদক নাস্তিক বাদ করেন তাহাতে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি বা আর কোন ক্ষোভ নাই। কেননা বেদান্তোক্ত পরব্রহ্মের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে আধুনিক এমত কথন বলা যাইতে পারে না। বেদোক্ত সকল কালেই ও সকল দেশেই জ্ঞানবান মহাত্মাদিগেরই এই ধর্ম্ম ছিল। পূর্ব্বকালে সক্রেটিস এবং প্লেটোর এই ধর্ম্ম ছিল। নানক ও কবীরের এই ধর্ম্ম ছিল এবং অধুনাতন পরম জ্ঞানবান্ মহাত্মা নিউটনেরও এই ধর্ম্ম ছিল। রামমোহন রায়ের যে কেবল একমাত্র হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিতই ধর্ম্মযুদ্ধে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল এমত নহে, নাস্তিক-দলের প্রবোধ জন্যেও তাঁহার এক প্রধানকর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে এই উভয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার সম্যক উপযুক্ত ছিলেন সেটি প্রতিপাদন করা বাহুল্য মাত্র। তিনি এবম্ভূত অলৌকিক গুণহারে বিভূষিত ছিলেন যে অবস্থাবিশেষে স্থিত হইলে তিনি ভারতভূমির সহস্র অত্যাবশ্যক উপকার করিতে সমর্থ হইতেন।

রামমোহন রায়।

রামমোহন রায়ের ধর্ম্মবিষয় যথোচিত লিখিত হইল। তিনি অন্যান্য বিষয়েও এক জন প্রধান ও অতি মহৎব্যক্তি ছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আদিমকাল হইতে ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত মহাত্মাই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য। এমন কি, তাঁহাকে মনুষ্য জাতির মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তিও বলা যাইতে পারে। তিনি যে কেবল পরমধার্ম্মিক জ্ঞানবান এবং সূক্ষ্মবুদ্ধি [illegible] ছিলেন এমত নহে। তাঁহার অন্তঃকরণও অতি মহৎ দয়াশীল ও পরোপকার-পরায়ণ ছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পরোপকার করা মনুষ্য মাত্রেরই অতীব কর্ত্তব্য, এবং পরের দুঃখ মোচন ও সুখবৃদ্ধি করিলে যাদৃক সুখানুভব করা যায় এমত আর কিছুতেই হয় না। এমত কথিত আছে যে তিনি শীত ঋতুর কোন এক প্রাতঃকালে প্রাতঃ-সমীরণ সেবন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমত সময় দেখিলেন যে এক জন অতি দরিদ্রা স্ত্রী শাক সবজি সম্মুখে লইয়া দীনবেশে ও বিকলচিত্তে বসিয়া আছে। বৃদ্ধা ভারবহনে অতি ক্লান্ত হইয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করণার্থে মস্তকহইতে ঝুড়িটী নামাইয়াছিল, কিন্তু দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত উক্ত ঝুড়ি স্বীয়মস্তকোপরি পুনঃস্থাপিত করণে অপারক হইয়া "বাজারের সময় অতীত হইল" বোধ এই ভাবনায় এককালীন বিষণ্ণবদনে বসিয়াছিল। রামমোহন রায় তাহাকে দেখিবামাত্রই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বীয় হস্তে বৃদ্ধার মস্তকোপরি ঝুড়ি স্থাপিত করিয়া দিলেন।

যে সকল ব্যক্তি দোর্দ্দণ্ড পরাক্রম প্রকাশ করত অপরাপর জাতিদিগকে স্বপদতলে উৎপীড়ন করিয়া স্বীয় যশোবিস্তার করিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহারা যুদ্ধনৈপুণ্য প্রকাশ করত পুরাবৃত্ত মধ্যে গণ্য হইয়া লোকমণ্ডলীর যশোভাজন হইয়াছেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে তাঁহাদিগ হইতে মহৎ ও প্রধান বলিলে বোধ করি পাঠকবর্গ আমাদিগকে অত্যুক্তি দোষে দূষিত করিবেন না। কুসংস্কার-পরতন্ত্র ব্যক্তিপুঞ্জকর্তৃক যে সকল নিরর্থক আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল স্বীয় সাহসবলে তাহাদিগের অতিক্রম করিয়া, ক্লান্তিরহিত অধ্যবসায়কে একমাত্র সহায় করিয়া, সৎসাহসের সাহায্যে বিপক্ষদের আক্রমণকে পরাভূত করিয়া, দেশের হিত সাধন ব্রতে দৃঢ়তর সঙ্কল্প করিয়া, এবং "সত্যধর্ম্ম প্রচারদ্বারা মানবকুলের মহদুপকার সাধন করিব" এই আশা মনোমধ্যে পোষণ করিয়া, হিন্দুজাতিকে কাল্পনিক ধর্ম্ম হইতে উদ্ধার করিয়া, পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহাদিগের আস্থা স্থাপন করাইবার জন্য তিনি অহর্নিশি কি শারীরিক, কি মানসিক, পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের এক প্রধান অঙ্গ বলিতে হইবেক। তাঁহার জীবনকাল, এতদ্দেশীয় পুরাবৃত্তের সেই কাল যে কালে ইহার ব্যক্তিগণের মানসিক ও সামাজিক যথার্থ উন্নতি ও মঙ্গলের সূত্রপাত হইয়াছে। যৎকালীন রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন, তৎকালে কুসংস্কার ও কাল্পনিক ধর্ম্মরূপ গাঢ় অন্ধকারের এক

সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত স্বীয় পক্ষপুটের দ্বারা আবৃত করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সময়ে সেই পক্ষির পক্ষ অনেক স্থানেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এমন কি জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণধার তরবারির প্রহারে স্থান বিশেষ একবারেই পক্ষাবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে। তাঁহার জীবনকালে এবং এক্ষণেও পৌত্তলিক ধর্ম্মাক্রান্ত হিন্দুগণের সংখ্যা অধিক আছে বটে, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই হিন্দুজাতির মধ্যে প্রধান দুই বিভাগ হইয়াছিল এবং সেই বিভাগ এক্ষণে সুস্পষ্ট হইতে দৃষ্ট হইতেছে। তিনি যে সর্ব্বজাতি বিবর্জ্জিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন তাহা দিন দিনই পৃথিবীমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইতেছে। হিন্দুজাতির যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধধর্ম্মকে রসাতলগামী করিয়া স্বীয় মস্তক উন্নত রাখিয়াছিল এবং দুরন্ত যবনগণ কর্ত্তৃক ভীষণরূপে সমরে আক্রান্ত হইয়াও কোনক্রমে পরাস্ত হয় নাই, সুবিখ্যাত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সেই ধর্ম্মের মর্ম্মোচ্ছেদ করিয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ভারতভূমির কোন ব্যক্তিই স্বজাতীয় ধর্ম্মের কাল্পনিকতা প্রকাশ করিতে সাহসী হয়েন নাই। তিনিই মন্ত্র তন্ত্র ও নানাবিধ আধ্যাত্মিক কুসংস্কার পরিপূর্ণ স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গকে ঘোরতর নিদ্রা হইতে জাগরিত করাইয়া তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম একমাত্র, দ্বিতীয় নাই। যদ্যপিও এইক্ষণে তৎসংস্থাপিত ধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, তথাপি ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে উক্ত

সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে। যে বিমল ধর্ম্মজ্যোতি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারি দিক্ বিকীর্ণ হইবে তাহা ভারতবর্ষে প্রদীপ্ত হইতেছে। জগদীশ্বরের কৃপায় যেদিন অচিরেই আগত হইবে যেদিন লক্ষ২ মনুষ্য, যাঁহারা এইক্ষণে অজ্ঞানতা বশতঃ নানাবিধ কাল্পনিক ও ভ্রমপূর্ণ ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্ত রহিয়াছেন, আপন২ ধর্ম্মের অলীকত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান নিরবয়ব পরমেশ্বরকে মনের সহিত প্রীতি ভক্তি ও পূজা করিবেন এবং সুতরাং তৎসময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহনকে সকল মনের সহিত শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন।

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র। (১০১)

পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪	আরণীয়	আদরণীয়
২৬	ইউরোপীয়াদি গ্রন্থের	ইউরোপীয় গ্রন্থাদির
১৮	প্রেমপূর্ণ	[illegible]
[illegible]	[illegible]	প্রধান [illegible]
২০	হইয়াছিলেন।	হইয়াছিলেন;
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	লিখিত আছে
	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	পরবর্ত্ত	পরিবর্ত্ত
[illegible]	দিবারক	দিবাকর